BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : TAFSIR (END PART-A)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসুফ

وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتْكَأً الْأُتْرُنْجُ قَالَ فُضَيْلٌ الْأُتْرُنْجُ بِالْحَبْشِيَّةِ مُتْكًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتْكًا ، كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّيْنِ * وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوْ عِلْمٍ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ * وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ صُوَاعٌ مَكُّوْكُ الْفَارِسِيِّ الَّذِيْ يَلْتَقِيْ طَرَفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الْاَعَاجِمُ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُفَنِّدُوْنِ تُجَهِّلُوْنِ * وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةٌ كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ ، وَالْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِيْ لَمْ تُطْوَا ، بِمُؤْمِنٍ لَنَا بِمُصَدِّقٍ لَنَا اَشُدَّهُ قَبْلَ اَنْ يَاْخُذَ فِي النُّقْصَانِ ، يُقَالُ بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغُوْا اَشُدَّهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَالْمُتَّكَأُ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ اَوْ لِحَدِيْثٍ اَوْ لِطَعَامٍ وَاَبْطَلَ الَّذِيْ قَالَ الْأُتْرُنْجُ وَلَيْسَ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْأُتْرُنْجُ فَلَمَّا احْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِاَنَّهُ الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُوْ

banglainternet.com

اِلٰى شَرَمِنْهُ ، فَقَالُوْا اِنَّمَا هُوَ الْمُتْكُ سَاكِنَةُ التَّاءِ ، وَاِنَّمَا الْمُتْكُ طَرَفُ الْبَظْرِ ، مِنْ ذٰلِكَ قِيْلَ لَهَا مَتْكَاءُ وَابْنُ الْمَتْكَاءِ ، فَاِنْ كَانَ ثَمَّ اُتْرُنْجٌ فَاِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَاءِ ، شَغَفَهَا يُقَالُ اِلٰى شِغَافِهَا ، وَهُوَ غِلَافُ قَلْبِهَا ، وَاَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوْفِ ، اَصْبُ اَمِيْلُ ، اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ مَالَا تَاوِيْلَ لَهُ ، وَالضِّغْثُ مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيْشٍ وَمَا اَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا ، لَا مِنْ قَوْلِهٖ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَاحِدُهَا ضِغْثٌ ، نَمِيْرُ مِنَ الْمِيْرَةِ ، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيْرٌ ، اٰوٰى اِلَيْهِ ضَمَّ اِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَالٌ ، تَفْتَؤُ لَا تَزَالُ ، حَرَضًا مُحْرَضًا ، يُذِيْبُكَ الْهَمُّ ، تَحَسَّسُوْا تَخَبَّرُوْا ، مُزْجَاةٌ قَلِيْلَةٌ ، غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَامِلَةٌ مُجَلِّلَةٌ .

ফুযায়ল (র) হুসায়ন (র)মুজাহিদ (র) বলেন, مُتْكًاءُ (এক প্রকার) লেবু এবং ফুযায়ল (র) বলেন যে مُتْكًا হাবশী ভাষায় (এক জাতীয়) লেবুকে বলে। ইব্ন উআয়না (র) ...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, مُتْكًا সেসব, যা চাকু দ্বারা কাটা হয়। কাতাদা (র) বলেন, " لَذُوْ عِلْمٍ " সে আলিম, যে তার ইল্মের উপর আমল করে। ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, " صُوَاعٌ " ফারসী মাপ–পাত্র, যার উভয় পার্শ্ব মিলানো থাকে ; আজমিগণ এটা দ্বারা পানি পান করে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, " تُفَنِّدُوْنَ " আমাকে মূর্খ মনে কর। অন্য থেকে বর্ণিত : " غَيَابَةٌ " যেসব বস্তু তোমার থেকে গোপন রয়েছে। – " وَالْجُبُّ " – ঐ কূপকে বলে যার মুখ বাঁধা হয়নি। " بِمُؤْمِنٍ لَنَا " তুমি আমার কথায় বিশ্বাসী। " اَشُدَّهُ " অবনতি আরম্ভ হওয়ার আগের বয়স। বলা হয় " بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغُوْا اَشُدَّهُمْ " অর্থাৎ সে বা তারা পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে। কেউ কেউ বলেন, এর একবচন " شَدٌّ " (কারো কারো মতে) " اَلْمُتَّكَأُ " যে বস্তুর উপর পানাহার বা কথাবার্তা বলার সময় হেলান দেয়া হয়। যাঁরা " مُتْكًا " অর্থ লেবু বলেছেন এতে তা বাতিল হল। আরবদের ভাষায় 'উতরুজ্ঞ' শব্দের ব্যবহার নেই। যখন তাদের প্রতি এই অভিযোগ দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, 'মুত্তাকা' অর্থ বিছানা, তখন তাঁরা আরো খারাপ অর্থের আশ্রয় নিল এবং বলল যে, এখানে مُتْكٌ -এর ت সাকিন। এর অর্থ স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের পার্শ্ব। এ থেকে ব্যবহার হয় " مَتْكَاءُ " (যে নারীর সে অংশ কাটা হয়নি) এবং " اِبْنُ الْمَتْكَاءِ " (মাতৃকার পুত্র)। সে ঘটনায় লেবু দেয়া হয়ে থাকলেও তা তাকিয়া দেয়ার পরই হবে। " شَغَفَهَا " তার অন্তরকে আবৃত করল। " مَشْعُوْفٌ " যার অন্তর প্রেমে জ্বালিয়ে দিয়েছে। " اَصْبُ " আমি আসক্ত হয়ে যাব। " اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ " ভ্রান্তিমূলক বা অবাস্তব স্বপ্ন যার কোন ব্যাখ্যা নেই " اَلضِّغْثُ " ঘাসের মুঠা এবং যা এ

banglainternet.com

জাতীয়। যেমন পূর্বের আয়াতে আছে " خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا " এক মুষ্টি তৃণ লও। এক বচনে " ضِغْثٌ " " نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ " থেকে গঠিত " نَمِيْرُ " আমরা খাদ্যসামগ্রী এনে দিব। " نَمِيْرُهُ " আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনব। " اَوٰى اِلَيْهِ " নিজের কাছে রাখল। " حَرَضًا مُحْرِضًا " السِّقَايَةُ - পান পাত্র, পরিমাপ- পাত্র। " تَفْتَؤُ " সর্বক্ষণ থাকবে (খুব দুর্বল হওয়া) " يُذِيْبُكَ الْهَمُّ " দুশ্চিন্তা - তোমাকে শেষ করে দিবে, " تَجَسَّسُوْا " তোমরা অন্বেষণ কর। " مُزْجَاةٌ " - স্বল্প, " غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَامِلَةٌ مُجَلِّلَةٌ " আল্লাহ্‌র শাস্তি সকলকে বেষ্টন করে নিয়েছে।

٢٤١٨. بَابُ قَوْلِهِ : وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ *

২৪১৮. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ - আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের প্রতি।

٤٣٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ -

৪৩৩১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আ), তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ), তাঁর পিতা ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (আ)।

٢٤١٩. بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ

২৪১৯. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ - "ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (১২ ঃ ৭)

٤٣٣٢ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ قَالَ

banglainternet.com

اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا تَابَعَهُ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

৪৩৩২ মুহাম্মদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্র নিকট বেশি সম্মানিত, যে তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহেজগার। লোকেরা বলল, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ)। তিনি তো নবীর পুত্র, নবীর পুত্র, এবং খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর পুত্র। লোকেরা বলল, আমাদের প্রশ্ন এ ব্যাপারে ছিল না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা জাহেলিয়াতে তোমাদের মাঝে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম যদি তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়। আবূ উসামা (রা) উবায়দুল্লাহ্র সূত্রে এটাকে সমর্থন করেন।

٢٤٢٠. بَابُ قَوْلِهِ : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ

২৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে (ইয়াকূব (আ) বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।" (১২ ঃ ১৮) سَوَّلَتْ – সুন্দর করে সাজিয়ে শোভনীয় করে দেখান।

٤٢٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ * قَالَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَيْلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا ، فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ كُلٌّ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ ، وَاِنْ

banglainternet.com

كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوْبِى اِلَيْهِ ، قُلْتُ اِنِّى وَاللّٰهِ لَا اَجِدُ مَثَلاً اِلَّا اَبَا يُوْسُفَ ، فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ . وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ .

৪৩৩৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... যুহ্‌রী (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ির, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর "ইফ্‌ক[১] সম্পর্কে اهل الافك যা বলেছেন, তা শুনেছি। আল্লাহ্ এটার নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আয়েশা (রা)-কে) বললেন, যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তবে অতিশীঘ্র আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন; আর যদি তোমার দ্বারা এ গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ সময় আমি ইউসুফ (আ)-এর পিতা (ইয়াকুব (আ)-এর উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই জবাব দেয়ার মতো খুঁজে পাচ্ছি না। (তিনি যা বলেছিলেন)ঃ সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যস্থল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার (নির্দোষিতা ঘোষণা করে) " اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ " সহ দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

٤٣٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا وَعَائِشَةُ اَخَذَتْهَا الْحُمّٰى ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّ فِىْ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ .

৪৩৩৪ মূসা (রা) ..... আয়েশা (রা)-এর মাতা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (অপবাদ রটনার সময়) আয়েশা (রা) আমাদের ঘরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, সম্ভবত এ অপবাদের কারণে জ্বর হয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আমার এবং আপনার উদাহরণ ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)-এর ন্যায়। তার ভাইয়েরা কাহিনী সাজালো, তখন ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন, "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যস্থল।"

banglainternet.com

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে অপবাদ রটিয়েছিল এবং আল্লাহ যে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কিত হাদীস।

٢٤٢١. بَابُ قَوْلِهِ : وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ . قَالَ عِكْرِمَةُ : هَيْتَ لَكَ بِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ . وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهْ ـ

২৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে [ইউসুফ (আ)] যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো'. ইকরামা বলেন, " هَيْتَ " আইস হুরানের ভাষা, ইব্ন জুবাইর বলেন " تعاله " এসো।

٤٣٣٥ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ وَاِنَّمَا يَقْرَؤُهَا كَمَا عَلَّمْنَاهَا مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَاَلْفَيَا وَجَدَا ، اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ اَلْفَيْنَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُوْنَ ـ

৪৩৩৫ আহমদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " هَيْتَ لَكَ " আমরা সেভাবেই পড়তাম, যেভাবে আমাদের শিখানো হয়েছে। " مَثْوَىٰ " অর্থ স্থান এবং " اَلْفَيَا " অর্থ সে পেয়েছে। এ থেকে " الفوا اباءهم " হয়েছে। এমনিভাবে ইব্ন মাসউদ (রা) হতে " بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُوْنَ " এর মধ্যে " ت " -কে পেশযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এভাবে পড়তেন।

٤٣٣٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اَبْطَؤُا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْاِسْلَامِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ ، قَالَ اللّٰهُ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ . قَالَ اللّٰهُ : اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ ـ

banglainternet.com

৪৩৩৬ হুমায়দী (র) ..... আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, যখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইসলামের দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ্! যেমনিভাবে আপনি ইউসুফ (আ)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ওদের ওপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন। তারপর কুরাইশগণ এক বছর পর্যন্ত এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আপতিত হল যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল; এমনকি তারা হাড় পর্যন্ত খেতে শুরু করল; যখন কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে নজর করত, তখন আকাশ ও তার মধ্যে শুধু ধোঁয়া দেখত।

আল্লাহ্ বলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ "সেদিনের অপেক্ষায় থাক, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ انَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً আমি শাস্তি কিছুটা সরিয়ে নিব, নিশ্চয়ই তোমরা (পূর্বাবস্থায়) প্রত্যাবর্তন করবে।" কিয়ামতের দিন তাদের থেকে আযাব দূর করা হবে কি? এবং "دُخَانٌ" ও "بَطْشَةُ" -এর ব্যাখ্যা আগে বলা হয়েছে।

٢٤٢٢. بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ، قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ . وَحَاشَ وَحَاشَا تَنْزِيْهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ ، حَصْحَصَ وَضَحَ

২৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ "যখন দূত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমরা প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে সকল নারী হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! আমার প্রতিপালক তো তাদের চক্রান্ত সম্যক অবগত। বাদশাহ নারীদের বলল, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! আমাদের ও তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। حاشا وحَاشَ এটা تَنْزِيْهٌ এবং اِسْتِثْنَاءٌ -এর জন্য। حَصْحَصَ - অর্থ প্রকাশ হয়ে গেল।

٤٣٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ

banglainternet.com

شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ـ

৪৩৩৭ সাঈদ ইব্ন তালীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর উপর রহম করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে, নিজের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ (বন্দীখানায়) থাকতাম, তবে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই সাড়া দিতাম[১] ঃ আমরা ইবরাহীম (আ) থেকে সর্বাগ্রে থাকতাম[২] যখন আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ ঃ তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।

٢٤٢٣ بَابُ قَوْلِهِ : حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ

২৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ..... حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ "এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন।"

٤٣٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ، قَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوْا أَمْ كُذِّبُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوْا ، قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قَالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِيْ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ ، فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا ، قُلْتُ فَمَا هٰذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ ـ

৪৩৩৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

১. মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোন নির্দেশ মেনে নিতাম এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিতাম। এ কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্যের বর্ণনা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় সাত বছর সাত মাস সাত দিন সাত ঘন্টা ছিলেন।

২. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

banglainternet.com

আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ " حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ " এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আয়াতে শব্দটা " كُذِّبُوْا " না " كُذِبُوْا " [১] আয়েশা (রা) বললেন, " كُذِّبُوْا "। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন আম্বিয়ায়ে কিরাম পূর্ণ বিশ্বাস করে নিলেন, এখন তাদের সম্প্রদায় তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন " الظَّنُّ " [২] ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম! তারা পূর্ণ বিশ্বাস করেই নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম " ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا " অর্থ কি দাঁড়ায় ? আয়েশা (রা) বললেন, মা'আযাল্লাহ![৩] রাসূলগণ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করতে পারেন না। আমি বললাম, তবে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, তারা রাসূলদের অনুসারী, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে, তারপর তাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে (কাফেরদের) নির্যাতন চলছে এবং আল্লাহ্র সাহায্য আসতেও অনেক বিলম্ব হয়েছে, এমনকি যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রাসূলদের এ ধারণা হল যে, এখন তাঁদের অনুসারীরাও[৪] তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করবে, এমতাবস্থায় তাঁদের কাছে আল্লাহ্র সাহায্য এল।

٤٣٢٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ، فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِبُوْا مُخَفَّفَةً ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ نَحْوَهُ ـ

৪৩২৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম সম্ভবত كُذِبُوْا – (তাখফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ! ঐরূপ (كُذِّبُوْا)।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

সূরা রা'দ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِىْ عَبَدَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا غَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِىْ يَنْظُرُ اِلٰى خَيَالِهِ فِى الْمَاءِ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَخَّرَ ذٰلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتٌ [৫]

১. كُذِّبُوْا : তাশদীদসহ না তাশদীদ ব্যতীত।
২. তাঁরা ধারণা করলেন অথবা ভাবলেন।
৩. আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাই।
৪. যারা ঈমান নিয়েছে।

banglainternet.com

مُتَدَانِيَاتٌ . اَلْمَثُلَاتُ وَاحِدُهَا مَثُلَةٌ وَهِيَ الْاَشْبَاهُ وَالْاَمْثَالُ ، وَقَالَ الاَّ مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا ، بِمِقْدَارٍ بِقَدَرٍ ، مُعَقِّبَاتٌ مَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الْاُوْلٰى مِنْهَا الْاُخْرٰى ، وَمِنْهُ قِيْلَ الْعَقِيْبُ يُقَالُ عَقَّبْتُ فِيْ اَثَرِهٖ ، اَلْمِحَالُ الْعُقُوْبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ ، رَابِيًا مِنْ رَبَا يَرْبُوْا ، اَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ اَلْمَتَاعُ مَاتَمَتَّعْتَ بِهٖ ، جُفَاءً اَجْفَاَتِ الْقِدْرُ ، اِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلَامَنْفَعَةٍ ، فَكَذٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ ، اَلْمِهَادُ الْفِرَاشُ ، يَدْرَؤُنَ يَدْفَعُوْنَ ، دَرَاْتُهُ ، دَفَعْتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَيْ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِلَيْهِ مَتَابِ تَوْبَتِيْ ، اَفَلَمْ يَيْاَسْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ ، فَاَمْلَيْتُ اَطَلْتُ مِنَ الْمَلِيِّ وَالْمَلَاوَةُ وَمِنْهُ مَلِيًّا وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيْلِ مِنَ الْاَرْضِ ، مَلَا مِنَ الْاَرْضِ ، اَشَقُّ اَشَدُّ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، مُعَقِّبٌ مُغِيْرٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُتَجَاوِرَاتٌ طَيِّبُهَا وَخَبِيْثُهَا السِّبَاخُ ، صِنْوَانٌ . اَلنَّخْلَتَانِ اَوِ اَكْثَرُ فِيْ اَصْلٍ وَاحِدٍ ، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَحْدَهَا ، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، كَصَالِحِ بَنِيْ اٰدَمَ وَخَبِيْثِهِمْ ، اَبُوْهُمْ وَاحِدٌ ، اَلسَّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَاءُ ، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ يَدْعُو الْمَاءَ بِلِسَانِهٖ وَيُشِيْرُ اِلَيْهِ بِيَدِهٖ فَلَا يَاْتِيْهِ اَبَدًا ، سَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ زَبَدًا رَابِيًا زَبَدُ السَّيْلِ خُبْثُ الْحَدِيْدِ وَالْحِلْيَةِ ـ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ " – যেমন, কেউ হাত বাড়িয়ে দেয়। এটি মুশরিকের দৃষ্টান্ত যারা ইবাদতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে শরীক করে। যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি যে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে, অথচ পানি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। অন্যেরা বলেন, " سَخُرَ " সে অনুগত হল।" " مُتَجَاوِرَاتٌ " – পরস্পর নিকটবর্তী হল। " اَلْمَثُلَاتُ " (উপমা, দৃষ্টান্ত) " مَثُلَةٌ " -এর বহুবচন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, " ওরা কি ওদের পূর্বে যা ঘটেছে তারই অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে ? " " بِمِقْدَارٍ " নির্দিষ্ট পরিমাণ। " مُعَقِّبَاتٌ " অর্থ ফেরেশ্‌তা, যারা একের পর এক সকাল-সন্ধ্যায় বদলী হয়ে থাকে। যেমন " عَقِيْبٌ " পিছনে (বদলী)। যেমন বলা হয় " عَقَّبْتُ فِيْ اَثَرِهٖ " আমি তার

banglainternet.com

পরে (বদলী) এসেছি। " الْمِحَالُ " শাস্তি " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ " - সে পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে দেয়, পানি পাওয়ার জন্য। " رَابِيًا " (বর্ধনশীল) " رَبَا يَرْبُوا " থেকে গঠিত। " زَبَدٌ " - ভাসমান ফেনা, সর। " الْمَتَاعُ " যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, যা উপভোগ করা হয়। " جُفَاءً " বলা হয়, গোশতের পাতিল যখন উত্তপ্ত করা হয়, তখন তার ওপরে ফেনা জমে। এরপর ঠাণ্ডা হয় এবং ফেনার বিলুপ্তি ঘটে। সেরূপ সত্য, বাতিল (মিথ্যা) থেকে আলাদা হয়ে থাকে। " الْمِهَادُ " বিছানা " يَدْرَءُونَ " - তারা দূর করে দেয়। " دَرَأْتُهُ " ও " دَفَعْتُهُ " আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। ফেরেশতারা বলবেন, " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। " وَإِلَيْهِ مَتَابِ " আমি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। " أَفَلَمْ يَيْأَسْ " - এটা কি তাদের কাছে প্রকাশ পায়নি, " قَارِعَةٌ " আকস্মিক বিপদ " فَأَمْلَيْتُ " আমি অবকাশ দিয়েছি। " مَلِيٌّ " ও " مَلَاوَةٌ " হতে গঠিত। সে অর্থে " مَلِيًّا " ব্যবহৃত। প্রশস্ত ও দীর্ঘ যমীনকে " مَلًا مِنَ الْأَرْضِ " বলা হয়। " أَشَقُّ " (অধিক কঠিন) " اسْمُ تَفْضِيلٍ - مَشَقَّةٌ " থেকে গঠিত। " مُعَقِّبَ " পরিবর্তনশীল। মুজাহিদ (র) বলেন, " مُتَجَاوِرَاتٌ " অর্থ, কিছু জমি কৃষি উপযোগী এবং কিছু জমি কৃষির অনুপযোগী। আর তাতে একটা থেকে দুই বা ততোধিক খেজুর গাছ উৎপন্ন হয় এবং কতিপয় যমীনে পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। এরূপই অবস্থা আদম (আ)-এর সন্তানদের। কেউ নেককার আর কেউ বদকার, অথচ সকলেই আদমের সন্তান। " السَّحَابُ الثِّقَالُ " পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা। " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ " পিপাসার্ত ব্যক্তি মুখ দ্বারা পানি চায় এবং হাত দ্বারা পানির দিকে ইশারা করে। তারপর সে সর্বদা তা থেকে বঞ্চিত থাকে। " سَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا " নালাসমূহ, তার পরিমাণ মাফিক প্রবাহিত হয়ে "বাতনে ওয়াদী"[১] কে পরিপূর্ণ করে দেয়। زَبَدًا رَابِيًا প্রবাহিত বন্যার ফেনা। যেমন, লোহা ও অলংকার উত্তপ্ত হওয়ার পরে তার মধ্য থেকে যে ময়লা বের হয়ে আসে।

٢٤٢٤. بَابُ قَوْلِهِ: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ، غِيضَ نُقِصَ

২৪২৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ্ তা জানেন। " غِيضَ " হ্রাস পেল।

٤٣٤٠ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللّٰهُ : لَا يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلَّا اللّٰهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللّٰهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا

banglainternet.com

১. এটা একটা উপত্যকা, যা মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত।

تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

৪৩৪০ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইলম গায়েব-এর চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। তা হলো ঃ আগামী দিন কি হবে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। মাতৃগর্ভে কি আছে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কখন আসবে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। কোন ব্যক্তি জানে না তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না।

سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ

সূরা ইবরাহীম

بَابٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :هَادٍ دَاعٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيْدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، اَيَادِىَ اللّٰهِ عِنْدَكُمْ وَاَيَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ رَغِبْتُمْ اِلَيْهِ فِيْهِ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا يَلْتَمِسُوْنَ لَهَا عِوَجًا . وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ اَعْلَمَكُمْ اٰذَنَكُمْ ، رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ هٰذَا مَثَلٌ كَفُّوْا عَمَّا اُمِرُوْا بِهِ ، مَقَامِىْ حَيْثُ يُقِيْمُهُ اللّٰهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامِهِ ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُهَا تَابِعٌ ، مِثْلُ غَيَبٍ وَغَائِبٍ ، بِمُصْرِخِكُمْ اِسْتَصْرَخَنِىْ اِسْتَغَاثَنِىْ ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الصُّرَاخِ ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوْزُ اَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ ، اُجْتُثَّتْ اُسْتُؤْصِلَتْ ـ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, " هَادٍ " – আহ্বানকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, صديد রক্ত ও পুঁজ। ইব্ন উয়াইনা বলেন, " اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ " আল্লাহ্র যেসব নিয়ামত তোমাদের উপর রয়েছে এবং যেসব ঘটনা ঘটছে (তা স্মরণ কর)। মুজাহিদ (র) বলেন, " مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ " তোমরা যা কিছু আল্লাহ্র কাছে চেয়েছিলে যাতে তোমাদের আগ্রহ ছিল। " يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا " তারা এর বক্রতা (অপব্যাখ্যা) অন্বেষণ করছে। " اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ " তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জানিয়েছেন, তোমাদের অবহিত করেছেন। " رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ " এটা একটা প্রবাদ বাক্য, যার অর্থ,

banglainternet.com

তাদের যে বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছিল তা থেকে তারা বিরত রয়েছে। " مَقَامِيْ " সে স্থান যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন। " مِنْ وَرَائِهِ " তার সামনে " لَكُمْ تَبَعًا " - এর একবচন " تَابِعٌ " যেমন " غَائِبٌ " -এর বহুবচন " غَيْبٌ " । " اِسْتَصْرَخَنِيْ " সে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। " يَسْتَصْرِخُهُ " এটা " الصُّرَاخ " থেকে গঠিত। " وَلاَ خِلاَلَ " আর কোন বন্ধুত্ব নয়। এটা " خَالَلْتُهُ خِلاَلاً " -এর মাসদার আর " خُلَّةٌ - خِلاَلٌ " এর বহুবচনও হতে পারে। " اُجْتُثَّتْ " - মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে।

٢٤٢٥. بَابُ قَوْلِهِ : كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ

২৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا "সে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত, যা প্রতি মওসুমে ফলদান করে।"

٤٣٤١ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِىْ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ اَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَيَتْحَاتُّ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَيَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا اَبَتَاهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ اَرَكُمْ تَكَلَّمُوْنَ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ اَوْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৩৪১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, বল তো সেটা কোন বৃক্ষ, যা কোন মুসলিম ব্যক্তির মত, যার পাতা ঝরে না, এরূপ নয়, এরূপ নয় [১] এবং এরূপও নয় যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে। ইবন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হল, এটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি দেখলাম আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) কথা বলছেন না। তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু বলা পছন্দ করিনি। অবশেষে যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সেটা খেজুর গাছ। পরে যখন আমরা উঠে গেলাম, তখন আমি উমর (রা)-কে বললাম, হে

banglainternet.com

১ বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারের- সর্বদা ফল ধরে থাকে, যার বীজ নষ্ট হয় না এবং যা দ্বারা সর্বদা উপকৃত হওয়া যায়।

আব্বা! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনেও হয়েছিল, তা খেজুর বৃক্ষ। উমর (রা) বললেন, এ কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? বললেন, আমি আপনাদের বলতে দেখিনি, তাই আমি কিছু বলতে এবং আমার মত ব্যক্ত করতে পছন্দ করিনি। উমর (রা) বললেন, অবশ্য যদি তুমি বলতে, তবে তা আমার নিকট এত এত [১] থেকে বেশি প্রিয় হত।

٢٤٢٦. بَابُ قَوْلِهِ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

২৪২৬. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের আল্লাহ্ সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"

٤٢٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ -

৪৩৪২ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কবরে মুসলমান ব্যক্তিকে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" আল্লাহ্‌র বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাণীটি হলো এই ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .....

٢٤٢٧. بَابُ قَوْلِهِ : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا اَلَمْ تَعْلَمْ ، كَقَوْلِهِ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ، اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا ، اَلْبَوَارُ الْهَلاَكُ ، بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا هَالِكِيْنَ

২৪২৭. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا "আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" اَلَمْ تَرَ (আপনি কি জানেন না) اَلَمْ تَعْلَمْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ অথবা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا আয়াতে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلْبَوَارُ - ধ্বংস। এটা بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا থেকে গঠিত। قَوْمًا بُوْرًا - অর্থ ধ্বংসশীল সম্প্রদায়।

banglainternet.com

১. كَذَا وَكَذَا (এত এত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে, অধিক সম্পদ, খেজুর বৃক্ষ, পেস্তা-বাদাম বৃক্ষ অথবা মূল্যবান বস্তু।

٤٣٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا ، قَالَ هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ *

৪৩৪৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে।

سُوْرَةُ الْحِجْرِ

সূরা হিজ্‌র

وَقَالَ مُجَاهِدٌ صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ الْحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللّٰهِ وَعَلَيْهِ طَرِيْقُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ ، قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ أَنْكَرَهُمْ لُوْطٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : كِتَابٌ مَعْلُوْمٌ أَجَلٌ ، لَوْمَا تَأْتِيْنَا هَلَّا تَأْتِيْنَا ، شِيَعٌ أُمَمٌ ، وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا شِيَعٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُهْرَعُوْنَ مُسْرِعِيْنَ ، لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ قَالَ سُكِّرَتْ غُشِّيَتْ ، بُرُوْجًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِحَ مَلَاقِحَ مُلْقَحَةً ، حَمَإٍ جَمَاعَةُ حَمْأَةٍ ، وَهُوَ الطِّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ ، وَالْمَسْنُوْنُ الْمَصْبُوْبُ ، تَوْجَلْ تَخَفْ ، دَابِرَ آخِرَ ، الْإِمَامُ كُلُّ مَا ائْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ ، الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ .

মুজাহিদ (র) বলেন, صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ সঠিক পথ যা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এবং তার দিকে রয়েছে এ রাস্তা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, لَعَمْرُكَ অর্থ তোমার জীবনের কসম। قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ এমন অপরিচিত সম্প্রদায়, যাদের লূত (আ) চিনেননি। অন্যেরা বলেন, كِتَابٌ مَعْلُوْمٌ অর্থ নির্দিষ্ট সময়। لَوْمَا تَأْتِيْنَا কেন আমার কাছে আসে না। شِيَعٌ বহু সম্প্রদায়। বন্ধুবর্গকেও شِيَعٌ বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, يُهْرَعُوْنَ অর্থ তারা দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ

banglainternet.com

১. শাশ্বত বাণী দ্বারা " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ " এ বাক্যকে বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যাক্ষকারীদের জন্য سُكِّرَتْ ঢেকে দেয়া হয়েছে। بُرُوْجًا চন্দ্র-সূর্যের মনযিল। لَوَاقِحَ অর্থাৎ مَلَاقِحَ (ভার - গর্ভ মেঘমালা), এটার একবচন مُلْقِحَةٌ حَمَاءٍ حَمْأَةٌ এর বহুবচন পঁচা কাদামাটি। وَالْمَسْنُوْنِ ঢেলে দেয়া হয়েছে। تَوْجَلْ ভীত হও। دَابِرَ অর্থ- শেষাংশ। لَاِمَامٍ الْاِمَامُ যার তুমি অনুসরণ করেছ, এবং যার দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ। الصَّيْحَةُ ধ্বংস।

٢٤٢٨. بَابُ قَوْلِهِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ

২৪২৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ "আর কেউ চুপিসারে সংবাদ [১] শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।"[২]

٤٣٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلٰى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ اٰخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا اَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِيَ بِهَا اِلٰى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتّٰى يَرْمِيَ بِهَا اِلَى الَّذِيْ يَلِيْهِ اِلَى الَّذِيْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ حَتّٰى يُلْقُوْهَا اِلَى الْاَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلَى الْاَرْضِ ، فَتُلْقٰى عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُوْنُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ *

banglainternet.com

৪৩৪৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার

১. আকাশের ফয়সালাসমূহ। ২. আগুনের ফুলকি।

জন্য অতি বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাঁড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দের মত। আলী (রা) বলেন, صَفْوَان এর মধ্যে "فَا" সাকিন যুক্ত এবং অন্যরা বলেন, "فَا" ফাতাহ্ যুক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ফেরেশতাদের পৌঁছান। "যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত হয়, তখন তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন ? তখন তারা বলে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন, এবং তিনি সর্বোচ্চ মহান।" চুরি করে কান লাগিয়ে (শয়তানরা) তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শয়তানগুলো একের ওপর এক এভাবে থাকে। সুফিয়ান ডান হাতের আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল রেখে হাতের ইশারায় ব্যাপারটি প্রকাশ করলেন। তারপর কখনও আগুনের ফুলকি শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌঁছানোর আগেই আঘাত করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী শয়তান পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সে তার নিচের সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। এমনি করে এ কথা[১] পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনও সুফিয়ান বলেছেন, এমনি করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তা জাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রচার করে। তাই তার কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে যে, দেখ এ জাদুকর আমাদের কাছে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল ; আমরা তা সঠিক পেয়েছি। বস্তুত আসমান থেকে শোনা কথার কারণেই তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

٤٢٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ ، وَزَادَ الْكَاهِنِ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ : قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ وَقَالَ عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ (قَالَ) سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّ اِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ اَنَّهُ قَرَاَ فُزِّعَ قَالَ سُفْيَانُ هٰكَذَا قَرَاَ عَمْرٌو فَلَا اَدْرِيْ سَمِعَهُ هٰكَذَا اَمْ لَا ، قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَائَتُنَا ـ

৪৩৪৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন..... এ বর্ণনায় كَاهِن (জ্যোতির্বিদ কথাটি) অতিরিক্ত। ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বর্ণনায় عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ (জাদুকরের মুখের ওপর) উল্লেখ করেছেন। আলী ইবন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমর থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা থেকে শুনেছি এবং

banglainternet.com

১. ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেকে শয়তান চুরি করে যা শুনে।

তিনি (ইকরামা) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি। সুফিয়ান বলেন, হ্যাঁ। আলী বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমর ইকরামা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ فُزِّعَ পাঠ করেছেন। সুফিয়ান বললেন, আমি আমরকে এভাবে পড়তে শুনেছি। তবে আমি জানি না, তিনি এভাবেই শুনেছেন কিনা; তবে এ -ই আমাদের পাঠ।

٢٤٢٩. بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ

২৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ

"নিশ্চয়ই হিজরবাসীগণ রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।"

٤٣٤٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ *

৪৩৪৬ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরবাসিগণ [১] সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এ জাতির এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে, তবে তোমরা তাদের এলাকায় প্রবেশই করবে না। আশংকা আছে, তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হয়ে যায়।

٢٤٣٠. بَابُ قَوْلِهِ : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ

২৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ

"আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন।"

٤٣٤٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّيْ فَدَعَانِيْ فَلَمْ آتِهِ حَتّٰى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّيْ ، فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ : يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا

banglainternet.com

১. 'হিজর' একটি উপত্যকার নাম। সেখানে 'সামুদ' সম্প্রদায় বাস করত।

أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ أُوْتِيْتُهُ ـ

৪৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ সাঈদ ইব্‌ন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি সালাত শেষ না করে আসনি। এরপর আমি আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও" তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেব না। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন, আমি তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হল, "আল্ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এটি হল,[১] পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন [২] যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٤٣٤٨ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمُّ الْقُرْاٰنِ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ ـ

৪৩৪৮ আদাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উম্মুল কুরআন[৩] (সূরা ফাতিহা) হচ্ছে পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত [৪] এবং মহান কুরআন।

٢٤٣١. بَابٌ قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ . الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوْا وَمِنْهُ لَاَاُقْسِمُ اَىْ اُقْسِمُ وَيُقْرَأُ لَاُقْسِمُ قَاسَمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفْ لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوْا تَحَالَفُوْا

২৪৩১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে

১. সাত আয়াতের অর্থ - সূরায়ে ফাতিহার সাত আয়াত, যে আয়াতগুলো প্রত্যহ নামাযে আমরা বারবার পাঠ করে থাকি।

২. সূরায়ে ফাতিহাকে 'মহা কুরআন' বলা হয়েছে। কারণ, কুরআনের সকল বিষয়বস্তুর মূল কথা এর মধ্যে রয়েছে।

৩. 'উম্মুল কুরআন' বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। কুরআন শরীফের সকল বিষয়বস্তু এর মধ্যে সংক্ষেপে রয়েছে বলে 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের মা' বলা হয়।

৪. পূর্বে হাদীসের টীকা দ্র.।

banglainternet.com

বিভক্ত করেছে। الْمُقْتَسِمِيْنَ যারা শপথ করেছিল [১] এবং এ অর্থে لَاُقْسِمُ অর্থাৎ (اُقْسِمُ) আমি শপথ করছি এবং لَاُقْسِمُ ও পড়া হয় قَاسَمَهُمَا (ইবলিস) শপথ করেছিল, দু'জনার কাছে। তারা দু'জন (আদম ও হাওয়া) তার জন্য শপথ করেনি। মুজাহিদ (র) বলেন - تَقَاسَمُوْا তারা শপথ করেছিল।

٤٣٤٩ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ، قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ *

৪৩৪৯ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "যারা কুরআনকে বিভক্ত করে দিয়েছে।" এরা হল আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। এরা কোন অংশের ওপর ঈমান এনেছে [২] এবং কোন অংশকে অস্বীকার করেছে। [৩]

٤٣٥٠ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ قَالَ اٰمَنُوْا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى -

৪৩৫০ উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) - كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা কিছু অংশের উপর ঈমান আনে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এরা হল ইহুদী ও নাসারা।

٢٤٣٢. بَابُ قَوْلُهُ : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ، قَالَ سَالِمٌ الْمَوْتُ

২৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "ইয়াকীন" [৪] তোমার কাছে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।

সালেম বলেন, يَقِيْنُ এখানে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১. الْمُقْتَسِمِيْنَ যারা শপথ করেছিল, তারা হল - ইহুদী ও নাসারা। কারও মতে- সে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা লূত (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।
২. যে অংশটুকু তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের মনঃপূত হয়েছে।
৩. যে অংশটুকু নিজের মনঃপূত হয়নি এবং তাওরাতেও পাওয়া যায়নি।
৪. يَقِيْنُ অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস ; তবে এখানে অর্থ মৃত্যু।

banglainternet.com

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নাহল

رُوْحُ الْقُدُسِ جِبْرِيْلُ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ، فِيْ ضَيْقٍ ، يُقَالُ اَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ ، مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيِّنٍ ، وَلَيْنٍ وَلَيِّنٍ ، وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِيْ تَقَلُّبِهِمْ اِخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَمِيْدُ تَكَفَّأُ ، مُفْرَطُوْنَ مَنْسِيُّوْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ : فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ، هٰذَا مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ ، وَذٰلِكَ اَنَّ الْاِسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْاِعْتِصَامُ بِاللّٰهِ ، شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ الْبَيَانُ ، الدِّفْءُ مَا اسْتَدْفَأْتَ تُرِيْحُوْنَ بِالْعَشِيِّ ، وَتَسْرَحُوْنَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي الْمَشَقَّةَ ، عَلٰى تَخَوُّفٍ تَنَقُّصٍ ، الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَهِيَ تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ ، وَكَذٰلِكَ النَّعَمُ الْاَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ سَرَابِيْلَ قُمُصٌ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ ، وَاَمَّا سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ فَاِنَّهَا الدُّرُوْعُ ، دَخَلًا بَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَلٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ السَّكَرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ ، اَنْكَاثًا هِيَ خَرْقَاءُ ، كَانَتْ اِذَا اَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: الْاُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ الْقَانِتُ الْمُطِيْعُ ـ

رُوْحُ الْقُدُسِ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)।[১] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ রূহুল আমীন (জিবরাঈল) ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। فِيْ ضَيْقٍ সংকটে কিংবা সংকুচিত হৃদয়। বলা হয় اَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ (يا মুশাদ্দাদ অথবা সাকিন) যেমন — مَيْتٌ وَمَيِّتٌ - لَيْنٌ وَلَيِّنٌ - هَيْنٌ وَهَيِّنٌ এবং ইবন আব্বাস (রা) বলেন, فِيْ تَقَلُّبِهِمْ অর্থ-

banglainternet.com

১. رُوْحُ الْقُدُسِ -এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা।' কুরআনে জিবরাঈল (আ)-কে 'রুহুল কুদুস' বলা হয়েছে।

তাদের বিভিন্নমুখী গমনাগমনে। মুজাহিদ (র) বলেন تَمِيْدُ আন্দোলিত হয়। مُفْرَطُوْنَ বিস্মৃত অবস্থায় রাখা হবে। অন্যের মতে, فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ এ বাক্যটি আগ-পিছু রয়েছে। কেননা কুরআন পাঠের আগে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে আঁকড়িয়ে ধরা شَاكِلَتِهٖ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। قَصْدُ السَّبِيْلِ (আল্লাহ্‌র দিশায়) সরল পথ প্রদর্শন اَلدِّفْءُ যা দ্বারা তুমি শীত নিবারণ কর। تُرِيْحُوْنَ বিকেল বেলা(পশুচারণ ভূমি থেকে গৃহে) নিয়ে আস। تَسْرَحُوْنَ সকাল বেলায় নিয়ে যাও। بِشِقِّ - কষ্টের সাথে। عَلٰى تَخَوُّفٍ হ্রাস করার মাধ্যমে اَلْاَنْعَامَ لَعِبْرَةً (আনআমের মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে) [১] اَنْعَام শব্দটি পুং বাচক ও স্ত্রীবাচক দুইই ব্যবহার হয়। এরূপ اَنْعَام শব্দটি نَعَمٌ এর বহুবচন।[২] سَرَابِيْل জামাগুলো। تَقِيْكُمُ الْحَرَّ (তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে) এবং وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ এ سَرَابِيْلَ মানে বর্ম (যা তোমাদের যুদ্ধ-আঘাত থেকে রক্ষা করে) دَخَلًا بَيْنَكُمْ যে কোন কাজ অযথার্থ হয় তাকে 'দখল' বলে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حَفَدَةً পৌত্র অর্থাৎ এরাও নিজ সন্তান বলে গণ্য। اَلسَّكَرُ মাদক, যা ফল থেকে তৈরি করা হয়, তা হারাম করা হয়েছে। اَلرِّزْقُ الْحَسَنُ (উত্তম খাদ্য) যা আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন।

ইব্‌ন উয়াইনা সাদ্‌কা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, اَنْكَاثًا (টুকরো টুকরো করা) মক্কায় এক নির্বোধ মহিলা যে মজবুত করে সূতা পাকানোর পর তা টুকরো টুকরো করে ফেলত। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, اَلْاُمَّةُ কল্যাণের শিক্ষাদানকারী। اَلْقَانِتُ অনুগত।

٢٤٣٣ بَابُ قَوْلِهِ : وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

২৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ "এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্ট বয়সে।"

٤٣٥١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৪৩৫১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ এ দোয়া করতেন (হে আল্লাহ্‌!) আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, অলসতা থেকে, নিকৃষ্ট বয়স থেকে[৩], কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে।

১. আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী: اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ "অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরবেন না। ১৬ ঃ ৪৭।

২. اَنْعَام (আনআম) দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি অহিংস জন্তুকে বোঝায়।

৩. বার্ধক্যজনিত জরা।

banglainternet.com

سُوْرَةُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

٤٣٥٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِىْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَيُنْغِضُوْنَ يَهْزُوْنَ، وَقَالَ غَيْرُهُ : نَغَضَتْ سِنُّكَ اَىْ تَحَرَّكَتْ ، وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَخْبَرْنَاهُمْ اَنَّهُمْ سَيُفْسِدُوْنَ ، وَالْقَضَاءُ عَلٰى وُجُوْهٍ وَقَضٰى رَبُّكَ اَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكْمُ ، اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْخَلْقُ ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ، نَفِيْرًا مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ ، وَلِيُتَبِّرُوْا يُدَمِّرُوْا مَاعَلَوْا، حَصِيْرًا مَحْبِسًا مَحْصَرًا ، فَحَقَّ وَجَبَ ، مَيْسُوْرًا لَيِّنًا، خِطْأً اِثْمًا ، وَهُوَ اِسْمٌ مِنْ خَطِئْتُ ، وَالْخَطَا مَفْتُوْحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْاِثْمِ ، خَطِئْتُ بِمَعْنٰى اَخْطَاْتُ لَنْ تَخْرِقَ لَنْ تَقْطَعَ ، وَاِذْهُمْ نَجْوٰى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنٰى يَتَنَاجُوْنَ ، رُفَاتًا حُطَامًا ، وَاَسْتَفْزِزْ اِسْتَخِفَّ بِخَيْلِكَ الْفُرْسَانِ ، وَالرَّجُلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ ، وَالْحَاصِبُ اَيْضًا مَا تَرْمِى بِهِ الرِّيْحُ ، وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، يُرْمٰى بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ ، وَهُوَ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِى الْاَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَالْحِجَارَةِ تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِيْرَ وَتَارَاتٌ ، لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاْصِلَنَّهُمْ يُقَالُ اِحْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ

banglainternet.com

مِنْ عِلْمٍ اسْتَقْصَاهُ ، طَائِرَهُ حَظَّهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ سُلْطَانٍ فِيْ الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ لَمْ يُحَالِفْ أَحَدًا -

৪৩৫২ আদম (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ এবং মরিয়ম প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "فَسَيُنْغِضُوْنَ" তারা তাদের মাথা নাড়াবে। অন্য থেকে বর্ণিত - نَغَضَتْ سِنُّكَ তোমার দাঁত নড়ে গেছে। وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِى اِسْرَائِيْلَ আমি বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তারা অচিরেই বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। الْقَضَا বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন وَقَضٰى رَبُّكَ তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন। 'ফয়সালা' অর্থে, যেমন বলা হয়েছে - اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ 'নিশ্চয় তোমার রব তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন', এবং 'সৃষ্টি করা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান। "نَفِيْرًا" দল।[১] যারা তার সাথে চলে। وَلِيُتَبِّرُوْا তাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। حَصِيْرًا বন্দীখানা। فَحَقَّ অনিবার্য হয়েছে। مَيْسُوْرًا নম্র। خِطْأً পাপ। এটা خَطِئْتُ থেকে اِسْمٌ এবং وَالْخَطَاءُ (জবর সহকারে) তার মাসদার গুনাহের অর্থে। خَطِئْتُ আমি পাপ করেছি। لَنْ تَخْرِقَ কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না। وَاِذْهُمْ نَجْوٰى এটি نَاجَيْتُ থেকে مَصْدَرٌ এর দ্বারা তাদের (জালিমদের) অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ পরস্পর কানাঘুষা করছে। رُفَاتًا চূর্ণ-বিচূর্ণ। وَاسْتَفْزِزْ উত্তেজিত কর। بِخَيْلِكَ তোমার অশ্বারোহী দ্বারা وَالرَّجْلُ وَالرَّجَالَةُ (পদাতিক বাহিনী) এর একবচন رَاجِلٌ যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন صَحْبٌ এবং تَاجِرٌ এর বহুবচন تَجْرٌ. حَاصِبًا প্রবাহিত প্রচণ্ড বায়ু এবং حَاصِبٌ যা ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত করে। এর থেকেই حَصَبُ جَهَنَّمَ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ তারা হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত বস্তু। حَصَبَ فِى الْاَرْضِ যমীনে চলে গেছে। اَلْحَصَبُ الْحَصْبَاءُ থেকে গঠিত। অর্থ পাথরগুলো। تَارَةً অর্থ একবার। তার বহুবচন تَارَاتٌ وَتِيَرَةٌ - لَاَحْتَنِكَنَّ ــــ তাদের সমূলে উৎখাত করব। বলা হয় اِحْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمٍ - অর্থাৎ অন্যের যে ইলম ছিল তা সে পুরোপুরি হাসিল করে নিয়েছে। طَائِرَهُ তার ভাগ্য। ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, কুরআন শরীফে যত জায়গায় سُلْطَانٌ শব্দ রয়েছে, তার অর্থ প্রমাণ। وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ অর্থাৎ দুর্দশার কারণে কারো সাথে তার বন্ধুত্ব করতে পারে না।

٢٤٣٤. بَابُ قَوْلِهِ : اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

২৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে।

banglainternet.com

---

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। (১৫ ঃ ৬)

٤٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا ، فَاَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِئِيْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৪৩৫৩ আবদান [১] ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা পেশ করা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং আরেকটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধ গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি আপনাকে ফিতরাতের পথ দেখিয়েছেন। যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত অবাধ্য হয়ে যেত।

٤٣٥٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ، زَادَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ حِيْنَ اُسْرِىَ بِىْ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ ، قَاصِفًا رِيْحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَىْءٍ *

৪৩৫৪ আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন কুরাইশরা (মিরাজের ঘটনায়) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, তখন আমি হিজ্‌রে [২] দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তা দেখে দেখে তার সকল চিহ্ন তাদের বলে দিতে লাগলাম। ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন শিহাব সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, সেই ঘটনার ব্যাপারে যখন আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানো হয়েছিল ---পরবর্তী অনুরূপ। এমন যা সবকিছু চুরমার করে দেয়। আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানোর ঘটনাটি যখন কুরাইশরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল।

banglainternet.com

১. আবদান-উপাধি। পূর্ণাঙ্গ-আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান।
২. হিজ্‌র - বায়তুল্লাহ্ শরীফের মিযাবে রহমতের নিচে যে অংশটি পাথর দিয়ে ঘেরা তাকে হিজ্‌র বলা হয়।

٢٤٣٥. بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ كَرَّمْنَا وَاَكْرَمْنَا وَاحِدٌ ، ضِعْفَ الْحَيَاةِ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ ، وَنَاءَ تَبَاعَدَ ، شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنْ شَكَلْتُهُ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيْلاً مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً ، وَقِيْلَ الْقَابِلَةُ لِاَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا ، وَتَقْبِلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ، اَنْفَقَ الرَّجُلُ اَمْلَقَ ، وَنَفِقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ ، قَتُوْرًا مُقْتِرًا لِلْاَذْقَانِ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُوْرًا وَافِرًا ، تَبِيْعًا ثَائِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَصِيْرًا خَبَتْ طَفِئَتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَتُبَذِّرْ لاَتُنْفِقْ فِي الْبَاطِلِ ، اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رِزْقٍ ، مَثْبُوْرًا مَلْعُوْنًا ، لاَ تَقْفُ لاَتَقُلْ ، فَجَاسُوْا تَيَمَّمُوْا يُزْجِي الْفُلْكَ يُجْرِي الْفُلْكَ ، يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ لِلْوُجُوْهِ ـ

২৪৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ এবং আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে। كَرَّمْنَا এবং اَكْرَمْنَا উভয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ضِعْفَ الْحَيَاتِ ইহজীবনের শাস্তি, মৃত্যুর শাস্তি এবং خِلاَفَكَ خَلْفَكَ উভয় একই অর্থে। (অর্থাৎ-তোমার পিছনে) نَاءَ দূরীভূত হল। شَاكِلَتِهِ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। এটি شَكَلْتُهُ থেকে উদ্ভূত। صَرَّفْنَا আমরা অভিমুখী করেছি। قَبِيْلاً চাক্ষুষ এবং সম্মুখে। বলা হয় قَابِلَةٌ (ধাত্রী যেহেতু প্রসূতির সামনে থাকে এবং সন্তান ধারণ করে। خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ খরচের ভয় اَنْفَقَ الرَّجُلُ এ ব্যক্তিটি অভাবগ্রস্ত হল। نَفِقَ الشَّيْءُ জিনিসটি চলে গেল। قَتُوْرًا অতিশয় কৃপণ। ذَقَنٌ اَذْقَانٌ এর বহুবচন, যার অর্থ হল, উভয় চোয়ালের সংযোগস্থল। মুজাহিদ (র) বলেন مَوْفُوْرًا পরিপূর্ণ। تَبِيْعًا প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ সাহায্যকারী। خَبَتْ নির্বাপিত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لاَتُبَذِّرْ অনর্থক ব্যয় করো না। اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ রুজির প্রত্যাশায়। مَثْبُوْرًا অভিশপ্ত। لاَتَقْفُ বলো না। فَجَاسُوْا সংকল্প করেছে। يُزْجِي الْفُلْكَ নৌকা চালাচ্ছে। يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ মুখমণ্ডল[১] (ভূমিতে লুটিয়ে দেয়)। اَنْفَقَ الرَّجُلُ

banglainternet.com

১. ذَقَنٌ অর্থ থুতনি -এখানে 'থুতনি' বোঝানো হয়েছে।

٢٤٣٦. بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا الْاٰيَةَ

২৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا الاية "আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি।"

٤٣٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ اِذَا كَثُرُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَمِرَ بَنُوْ فُلاَنٍ -

৪৩৫৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমরা বলতাম - اَمِرَ بَنُوْ فُلاَنٍ অমুক গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

٤٣٥٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ اَمِرَ *

৪৩৫৬ হুমায়দী সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করে বলেন, اَمِرَ (মীম কাসরাহ্ যুক্ত)।

٢٤٣٧. بَابُ قَوْلِهِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا

২৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا "যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। তারা ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।"

٤٣٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يُجْمَعُ النَّاسُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاَ يُطِيْقُوْنَ وَلاَ يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلاَ

banglainternet.com

تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاٰدَمَ فَيَاتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ اَنْتَ اَبُوا الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَاتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلَاتَرٰى اِلٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ ، وَاِنَّهٗ قَدْ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهٗ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُوْلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَاتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنَّهٗ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَاتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهٗ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، اَلَاتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ ، وَاِنِّىْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ، فَذَكَرَ هُنَّ اَبُوْ حَيَّانَ فِى الْحَدِيْثِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَاتَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ ، وَاِنِّىْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى

banglainternet.com

فَيَاتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَاعِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا اَلاَ تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَاتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، اَلاَتَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَاَنْطَلِقُ فَاٰتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِىْ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاَقُوْلُ : اُمَّتِىْ يَارَبِّ، اُمَّتِىْ يَارَبِّ اُمَّتِىْ ، فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ اَدْخِلْ مَنْ اُمَّتُكَ مَنْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَاَ ، اَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى -

৪৩৫৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে গোশ্‌ত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না ? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন ? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি

banglainternet.com

আবুল বাশার [১]। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় (কুদরতী) হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এবং তার রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা আপনাকে সিজ্দা করেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি ? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ্ (আ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল। [২] আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি ? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, পূর্বেও এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দোয়া ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও– যাও তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (আ)! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু [৩]। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি ? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন - (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্যের কাছে যাও-- যাও মূসার কাছে। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা (আ) ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি ? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত পূর্বেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও– যাও ঈসা (আ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কালেমা [৪], যা তিনি মরিয়ম (আ) উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি 'রূহ' [৫]। আপনি দোলনায় থেকে

---

১. 'আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা।

২. যেহেতু তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রথম নবী অথবা সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী নূহ্ (আ) বিধায় তাকে 'প্রথম নবী' বলা হয়। তাঁর কওমকে ডুবিয়ে দেয়ার দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. 'খলীলুল্লাহ' উপাধি একমাত্র আপনার।

৪. 'কালেমা'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كن শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সাথে সাথে ঈসা (আ) আল্লাহ্র কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালেমা' (আল্লাহ্র কালেমা) বলা হয়।

৫. 'রূহ' দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু তিনি এসে মরিয়মকে তাঁর পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাই বলা হয় 'তার রূহ'।

banglainternet.com

মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি ? তখন ঈসা (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর পূর্বে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহ্‌র কথা বলবেন না। নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও– যাও মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে। তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে এসে বলবে, ইহা মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ ! বেহেশতের এক দরজার দুই পার্শ্বে মধ্যবর্তী প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বস্‌রার মাঝখানের দূরত্ব।

٢٤٣٨. بَابُ قَوْلِهِ : وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا

২৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا "আর আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।"

٤٣٥٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلٰى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ ، فَكَانَ يَاْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ -

৪৩৫৮ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর ওপর (যাবূর) পড়া এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার সওয়ারীর উপর জিন বাঁধার জন্য নির্দেশ দিতেন; জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তিনি পড়ে ফেলতেন তার উপর অবতীর্ণ কিতাব।

٢٤٣٩. بَابُ قَوْلِهِ : قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا

২৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا "বল, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইলাহ মনে কর, তাদের আহবান কর; তোমাদের দুঃখ -দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।"

banglainternet.com

٤٣٥٩ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ، فَاَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هٰؤُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ * زَادَ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ : قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ *

৪৩৫৯ আমর ইব্‌ন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু মানুষ কিছু জিনকে ইবাদত করত। সেই জিনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (বাতিল) ধর্ম আঁকড়িয়ে রইল। আশজায়ী সুফয়ান সূত্রে আমাশ (রা) থেকে قُلِ.... زَعَمْتُمْ আয়াতটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

٢٤٤٠ بَابُ قَوْلِهِ: اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ (الاٰيَةَ)

২৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

"তারা যাদের আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।"

٤٣٦٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوْا يُعْبَدُوْنَ فَاَسْلَمُوْا *

৪৩৬০ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র.) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু লোক জিনের পূজা করত। পরে জিনগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

٢٤٤١ بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

banglainternet.com

২৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

(হে রাসূল!) "আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবলমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য।"

٤٣٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ *

৪৩৬১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে رُؤْيَا (স্বপ্নে দেখা নয়, বরং) চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দেখা বোঝান হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রাজের রাতে প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছিল। আর এখানে الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ (অভিশপ্ত বৃক্ষ) বলতে 'যাক্কুম'[১] বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে।

٢٤٤٢. بَابُ قَوْلُهُ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ مُجَاهِدٌ : صَلاَةَ الْفَجْرِ

২৪৪২.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا "ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" মুজাহিদ (র) বলেন, الفجر দ্বারা এখানে 'সালাতে ফজর' বোঝানো হয়েছে।

٤٣٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ[২] الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا *

৪৩৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ফযীলত একাকী নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। আর প্রাতঃকালের সালাতে রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা সমবেত হয় (এ প্রসঙ্গে)

১. 'যাক্কুম' বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদের খাদ্য হবে। আল্লাহ্‌র বাণী "নিশ্চয়ই 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তাম্রের ন্যায়, তা তাদের উদরে ফুটতে থাকবে।" ২৫:৪৩-৪৪:৪৫ঃ জাহান্নামের এ বৃক্ষ এবং মি'রাজ উভয় আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আল্লাহ্ এর দ্বারা মানুষ পরীক্ষা করেন। কে বিশ্বাস করে, আর কে করে না।

২. قُرْاٰنَ এখানে 'কুরআনের' অর্থ সালাত (নামায) – কাশ্‌শাফ।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়ে নিতে পার। وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (কায়েম করবে) "ফজরের সালাত, ফজরের সালাত" পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।"

٢٤٤٣. بَابُ قَوْلِهِ : عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

২৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا 'আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে।'

٤٣٦٣ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى كُلُّ اُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ يَافُلَانُ اِشْفَعْ يَافُلَانُ اِشْفَعْ حَتّٰى تَنْتَهِىَ الشَّفَاعَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ *

৪৩৬৩ ইসমাঈল ইব্ন আবান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে ঃ হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। (তারা কেউ সুপারিশ করতে রাজী হবেন না)। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী ﷺ -এর উপর বর্তাবে। আর এ দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রশংসিত স্থানে [১] (মকামে মাহমূদে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।[২]

٤٣٦٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৩৬৪ আলী ইব্ন আইয়াশ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শোনার পর এ দোয়া পড়বে, "হে আল্লাহ্ ! এ পরিপূর্ণ আহবানের এবং

banglainternet.com

১. 'মাকামে মাহমূদ' অর্থ- প্রশংসিত স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই সর্বপ্রথম "শাফায়াতকারীর" মর্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

২. يبعث – অর্থ প্রতিষ্ঠিত করবেন (জালালায়ন)।

প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রতিপালক, মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর, প্রতিষ্ঠিত কর তাঁকে মকামে মাহমুদে , যার ওয়াদা তুমি করেছ।" কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত অনিবার্য হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٤٤٤ بَابُ قَوْلِهِ : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا، يَزْهَقُ يَهْلِكُ

২৪৪৪.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا "এবং বল, সত্য এসেছে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" – يَزْهَقُ ধ্বংস হবে।

٤٣٦٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ *

৪৩৬৫ হুমায়দী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলছিলেন, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (৩৪ ঃ ৪৯) "বল, সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।"

٢٤٤٥ بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

২৪৪৫.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।"

٤٣٦٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ اِذْ مَرَّ الْيَهُوْدُ ، فَقَالَ

banglainternet.com

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ؛ فَقَالَ مَا رَابَكُمْ اِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوْا سَلُوْهُ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، فَاَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِيْ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا *

৪৩৬৬ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একটি ক্ষেতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি খেজুর যষ্ঠীতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেউ বলল, কেন তাকে- জিজ্ঞেস করতে চাইছ? আবার কেউ বলল, তিনি এমন উত্তর দিবেন না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপরে তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরত রইলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন উত্তর দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী নাযিল হল, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, 'রূহ'[১] আমার রবের আদেশ এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (১৭ ঃ ৮৫)

٢٤٤٦. بَابُ قَوْلُهُ : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

২৪৪৬. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا "সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। (১৭ঃ১১০)

٤٣٦٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ ، فَاِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَبِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ، اَيْ بِقِرَاءَتِكَ ، فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ ،

banglainternet.com

১. 'রূহ' অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এর অর্থ 'আদেশ' যথা رُوْحُ اللّٰهِ। অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ।

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا *

৪৩৬৭ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। এ আয়াতটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় অপ্রকাশ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিত। আর গালি দিত যিনি তা অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছিলেন, "তুমি তোমার সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না, যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি দেয় এবং তা এত নিম্ন স্বরেও পড়বে না, যাতে তোমার সাহাবীরা শুনতে না পায়, বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"

٤٣٦٨ حَدَّثَنِيْ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ اُنْزِلَ ذٰلِكَ فِى الدُّعَاءِ

৪৩৬৮ তাল্‌ক ইব্‌ন গান্নাম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। لَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الثَّمَرِ ، بَاخِعٌ مُهْلِكٌ ، اَسَفًا نَدَمًا ، الْكَهْفُ الْفَتْحُ فِى الْجَبَلِ ، وَالرَّقِيْمُ الْكِتَابُ ، مَرْقُوْمٌ مَكْتُوْبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا ، شَطَطًا اِفْرَاطًا ، الْوَصِيْدُ الْفِنَاءُ جَمْعُهُ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ ، وَيُقَالُ الْوَصِيْدُ الْبَابُ مُوْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ ، اَصَدَّ الْبَابَ وَاٰوْصَدَ بَعَثْنَاهُمْ اَحْيَيْنَاهُمْ ، اَزْكٰى اَكْثَرُ ، وَيُقَالُ اَحَلُّ ، وَيُقَالُ اَكْثَرُ رِيْعًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اُكُلَهَا ، وَلَمْ تَظْلِمْ لَمْ تَنْقُصْ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّقِيْمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ ، كَتَبَ عَامِلُهُمْ

banglainternet.com

أَسْمَائِهِمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِيْ خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى أٰذَانِهِمْ فَنَامُوْا ، وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَئِلُ تَنْجُوْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْئِلاً مَحْرِزًا ، لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا لاَ يَعْقِلُوْنَ *

মুজাহিদ (র) বলেন تَقْرِضُهُمْ তাদের ছেড়ে যায়। وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ , স্বর্ণ, রৌপ্য। অন্য থেকে বর্ণিত যে, এটি الثَّمَرُ -এর বহুবচন। بَاخِعٌ বিনাশী أَسَفًا লজ্জায়। الْكَهْفُ পাহাড়ের গুহা। وَالرَّقِيْمُ লিপিবদ্ধ। مَرْقُوْمٌ লিখিত। رَقِيْمٌ[১] থেকে গঠিত। رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আমি তাদের অন্তরে সবর ঢেলে দিলাম। (অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا (যদি আমি তাঁর অন্তরে সবর ঢেলে না দিতাম।) شَطَطًا সীমা অতিক্রম।

مَوْصَدَةٌ اَلْوَصِيْدُ - আঙ্গিনা, এর বহুবচন وُصُدٌوَصَائِدُ আর বলা হয় اَلْوَصِيْدُ অর্থ দরজা, অর্থ আবদ্ধ, أُصِدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَهُ উভয়ই ব্যবহার হয়। بَعَثْنَاهُمْ আমি তাদের জীবিত করলাম: أَزْكٰى প্রাচুর্য বলা হয় أَحَلُّ যা অধিক হালাল অর্থে ব্যবহৃত এবং বলা হয়, أَكْثَرُ رَيْعًا অধিক পরিবর্ধিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, أُكُلَهَا অর্থাৎ ফল وَلَمْ تَظْلِمْ ফল হ্রাস পায়নি। সাঈদ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, الرَّقِيْمُ সীসার তৈরী ফলক; যার ওপর সে সময়ের রাজাদের নাম খোদিত করে এবং পরে তাঁর কোষাগারে রেখে দেয়। فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى أٰذَانِهِمْ তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যরা বলেন, وَأَلَتْ تَئِلُ অর্থ, তোমরা নাজাহত থাক। মুজাহিদ (র) বলেন, مَوْئِلاً সংরক্ষিত স্থান। لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا অর্থ তারা বুঝে না।

٢٤٤٧. بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ الْاِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ,

২৪৪৭. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

[٤٢٦٩] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ الْاِتْصَلْتَانِ ، رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِيْنْ ، فُرُطًا نَدَمًا ، سُرَادِقُهَا مِثْلُ السُّرَادِقِ ، وَالْحُجْرَةِ الَّتِيْ تَطِيْفُ بِالْفَسَاطِيْطِ ، يُحَاوِرُهُ

banglainternet.com

১. رقم -লিখিত ফলক, যাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল।

مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ، لٰكِنَّاهُوَ اللّٰهُ رَبِّى اَىْ لٰكِنْ اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّى ثُمَّ حَذَفَ الْاَلِفَ وَاَدْغَمَ اِحْدَى النُّوْنَيْنِ فِى الْاُخْرٰى، زَلَقًا لَايَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌ ، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ مَصْدَرُ الْوَلِىِّ ، عُقْبًا عَاقِبَةٌ وَعُقْبٰى وَعَقِبَةٌ وَاحِدٌ وَهِىَ الْاٰخِرَةُ ، قِبَلًا وَقُبُلًا وَقَبْلًا اِسْتِئْنَافًا ، لِيَدْحِضُوْا لِيُزِلُّوْا ، الدَّحْضُ الزَّلَقُ *

৪৩৬৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ?[১] رَجْمًا ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। فُرُطًا লজ্জা। سُرَادِقُهَا তার বেষ্টনীর মত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র কক্ষসমূহ, যা তাঁবু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। يُحَاوِرُهُ শব্দটি "مُحَاوَرَةٌ" থেকে গঠিত। অর্থ কথার - আদান-প্রদান। لٰكِنَّ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ (কিন্তু আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক।) এখানে আসলে ছিল لٰكِنْ اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ কিন্তু 'আলিফ' বিলুপ্ত করে একটা 'নুন' আর একটি 'নুনের' সাথে এদ্‌গাম করে দেয়া হয় زَلَقًا অর্থ, যার ওপর পা টিকে থাকে না। "هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ" (এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার)[২] اَلْوَلَايَةُ এটি وَلِىَ শব্দের মাসদার عُقْبًا-عُقْبٰى-عَاقِبَةٌ-عُقْبَةٌ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে, আখিরাত (পরিণাম)। قِبَلًا-قُبُلًا-قَبْلًا - সম্মুখ لِيَدْحِضُوْا (পদস্খলন করে দেয়।) الدَّحْضُ থেকে গঠিত। অর্থ পদস্খলন।

٢٤٤٨. بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ، زَمَانًا وَجَمْعُهُ اَحْقَابٌ

২৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ —— حُقُبًا স্মরণ কর যখন মূসা তাঁর খাদিমকে বলেছিলেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। "حُقُبًا" অর্থ, যুগ, তার বহুবচন "اَحْقَابٌ"।

٤٣٧٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِىَّ

১. সালাত-এর মর্ম 'তাহাজ্জুদের নামায' (পরবর্তী ঘটনা) আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার তাওফীক দান করেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا এ আয়াত পড়ে চলে গেলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, তাহাজ্জুদ অধ্যায়)।

২. "هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ" অর্থ, এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আল-কুরআন ১৮ ঃ ৪৪

banglainternet.com

يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى صَاحِبَ بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ، فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا ، فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ ، فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ ، اِنَّ لِىْ عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِىْ بِهِ قَالَ تَاْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِىْ مِكْتَلٍ ، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ ، فَاَخَذَا حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِىْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ حَتّٰى اِذَا اَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ صَاحِبُهُ اَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَائَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ، قَالَ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا ، فَقَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ، قَالَ رَجَعَ يَقُصُّ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَاِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ

banglainternet.com

السَّلاَمُ، قَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ مُوْسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، يَامُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَتَعْلَمُهُ اَنْتَ ، وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللّٰهُ لاَ اَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوْسٰى سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ ، فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلاَ تَسْاَلَنِىْ عَنْ شَىْءٍ ، حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَنْ يَحْمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ ، لَمْ يَفْجَاَ اِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْقَلَعَ لَوْحًا مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ بِالْقَدُوْمِ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ قَدْ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا، قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ، فَنَقَرَ فِى الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ ، اِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، اِذَا بَصُرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ رَاْسَهُ بِيَدِهِ ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ وَهٰذَا اَشَدُّ مِنَ الْاُوْلٰى قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا

banglainternet.com

فَلاَتُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ،فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ ، قَالَ مَائِلٌ فَقَامَ الْخَضِرُ فَاَقَامَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ اِلٰى قَوْلِهِ ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا اَنَّ مُوْسٰى كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ *

৪৩৭০ হুমায়দী (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে বললাম, নওফাল বাক্‌কালীর ধারণা, খিযিরের সাথী-মূসা তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা ছিলেন না। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন [১] মিথ্যা কথা বলেছে। (ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন) উবায় ইব্ন কা'আব (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) একদা বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, আমি। এতে আল্লাহ্ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা এ জ্ঞানের কথাটিকে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে [২] আমার এক বান্দা রয়েছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, ইয়া রব, আমি কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি ? আল্লাহ্ বললেন, তোমার সাথে একটি মাছ নাও এবং সেটা থলের মধ্যে রাখ, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই। তারপর তিনি একটি মাছ নিলেন এবং সেটাকে থলের মধ্যে রাখলেন। অতঃপর রওনা দিলেন। আর সঙ্গে চললেন তাঁর খাদেম 'য়ূশা' ইব্ন নূন। তাঁরা যখন সমুদ্রের তীরে একটি বিরাট পাথরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন তারা উভয়ই তাঁর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। "মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।" আর মাছটি যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ্ সেখান থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ংগের মত হয় গেল। যখন তিনি জাগলেন, তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির সংবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিনের বাকী সময় ও পরবর্তী রাত তাঁরা চললেন। যখন ভোর হল, মূসা

banglainternet.com

১. নওফাল বাককালী- সে একজন মুসলমান। ইব্ন আব্বাস তাকে আল্লাহ্‌র দুশমন বলেছেন রাগান্বিত অবস্থায়।
২. 'সঙ্গমস্থলের' অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে, নীল নদের দু'মাথার সঙ্গম বা দজ্‌লা ও ফুরাত নদীর সঙ্গম বা সীনাই উপত্যকায় উকাবা উপসাগর ও সুয়েজের মিলন স্থান।

(আ) তাঁর খাদেমকে বললেন 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ যে স্থানের [১] নির্দেশ করেছিলেন, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আ) ক্লান্তি অনুভব করেননি। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মাছটি তার পথ করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল এবং মূসা (আ) ও তাঁর খাদেমকে তা আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা (আ) বললেন ঃ "আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা নিজদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারা উভয়ে তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সে শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এসে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়ান অবস্থায় পেলেন। মূসা (আ) তাকে সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন, তোমাদের এ স্থলে সালাম কোত্থেকে? [২] তিনি বললেন, আমি মূসা। খিযির (আ) জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা ? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি এ জন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।" হে মূসা! আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে যা তুমি জান না আর তোমাকে আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমি জানি না। মূসা (আ) বললেন, "আল্লাহ্ চাহেত, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।" তখন খিযির (আ) তাঁকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ আমি তোমাকে সে সম্পর্কে না বলি। তারপর উভয়ে চললেন।" তাঁরা সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন, তখন একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নৌকার চালকদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযির (আ)-কে চিনে ফেলল। তাই তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। "যখন তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন" খিযির (আ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা বিদীর্ণ করলেন। (এ দেখে) মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এ লোকেরা তো বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের বহন করছে, অথচ আপনি এদের নৌকাটি বিনষ্ট করতে চাইছেন। "আপনি নৌকাটি বিদীর্ণ করে ফেললেন, যাতে আরোহীরা ডুবে যায়। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মূসা (আ)-এর প্রথমবারের এ অপরাধটি ভুলবশত হয়েছিল। তিনি বললেন, এরপরে একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার পার্শ্বে বসে ঠোঁট দিয়ে সমুদ্রে এক ঠোকর মারল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, এ সমুদ্র হতে চড়ুই পাখিটি যতটুকু পানি ঠোঁটে নিল, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু। তারপর তাঁরা নৌকা থেকে অবতরণ করে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। এমন সময় খিযির (আ) একটি বালককে অন্য বালকদের সাথে খেলতে দেখলেন। খিযির (আ)

banglainternet.com

১. স্থান ঃ যেখানে মাছটি হারানো যাবে।

২. যে এলাকায় বসে মূসা (আ)-এর সাথে খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে এলাকায় কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি মূসা (আ)-এর সালাম পেয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এ অমুসলিম এলাকায় সালামের প্রচলন কিভাবে হল।

হাত দিয়ে ছেলেটির মাথা ধরে তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, "আপনি কি জানের বদলা ছাড়াই এক নিষ্পাপ জানকে হত্যা করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।" নবী ﷺ বলেন, এ অভিযোগ করাটা ছিল প্রথমটির চাইতেও গুরুতর। (মূসা বললেন) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে তারা এক জনপদের কাছে পৌঁছে তার অধিবাসীর কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির (আ) নিজ হাতে সেটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, এ লোকদের কাছে আমরা এলাম, তারা আমাদের খাবার দিল না এবং আমাদের মেহমানদারীও করল না। "আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য ঘটল। ..... যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি, এ তার ব্যাখ্যা।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার মনোবাঞ্ছা হচ্ছে যে, যদি মূসা (আ) আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের আরও ঘটনা আমাদের জানাতেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এভাবে এ আয়াত পাঠ করতেন - وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا নিচের আয়াতটি এভাবে পাঠ করলেন - وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

٢٤٤٩. بَابُ قَوْلِهِ: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

২৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "যখন তারা দু'জন দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তারা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। আর মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। سَرَبًا চলার পথ يَسْرُبُ সে চলছে। এর থেকেই বলা হয়েছে سَارِبٌ بِالنَّهَارِ দিনে পথ অতিক্রমকারী।"

٤٣٧١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ اِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ بَيْتِهِ ، اِذْ قَالَ سَلُوْنِيْ ، قُلْتُ اَيْ اَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَاءَكَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ، اَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِيْ قَالَ

banglainternet.com

قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ ، وَاَمَّا يَعْلٰى فَقَالَ لِىْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا ، حَتّٰى اِذَا فَاضَتِ الْعُيُوْنُ ، وَرَقَّتِ الْقُلُوْبُ وَلّٰى فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْاَرْضِ اَحَدٌ اَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَالَ لَا ، فَعَتَبَ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَى اللّٰهِ ، قِيْلَ بَلٰى ، قَالَ اَىْ رَبِّ فَاَيْنَ قَالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ اَىْ رَبِّ اجْعَلْ لِىْ عَلَمًا اَعْلَمُ ذٰلِكَ بِهٖ فَقَالَ لِىْ عَمْرٌو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ وَقَالَ لِىْ يَعْلٰى قَالَ خُذْ نُوْنًا مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِىْ مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا اُكَلِّفُكَ اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنِىْ بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ ، قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَثِيْرًا ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ ، يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِىْ ظِلِّ صَخْرَةٍ فِىْ مَكَانٍ ثَرْيَانَ اِذْ تَضَرَّبَ الْحُوْتُ وَمُوْسٰى نَائِمٌ ، فَقَالَ فَتَاهُ لَا اُوْقِظُهُ ، حَتّٰى اِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ اَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُوْتُ حَتّٰى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ حَتّٰى كَاَنَّ اَثَرَهُ فِىْ حَجَرٍ ، قَالَ لِىْ عَمْرٌو هٰكَذَا كَاَنَّ اَثَرَهُ فِىْ حَجَرٍ وَحَلَّقَ بَيْنَ اِبْهَامَيْهِ وَالَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، قَالَ قَدْ قَطَعَ اللّٰهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَتْ هٰذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَلٰى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلٰى كَبِدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجًّى بِثَوْبِهٖ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَاْسِهٖ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهٖ وَقَالَ هَلْ بِاَرْضِىْ مِنْ سَلَامٍ ، مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ

banglainternet.com

مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا ، قَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ اَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ، وَاَنَّ الْوَحْىَ يَاتِيْكَ ، يَامُوْسٰى اِنَّ لِىْ عِلْمًا لاَ يَنْبَغِىْ لَكَ اَنْ تَعْلَمَهُ وَاِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَيَنْبَغِىْ لِىْ اَنْ اَعْلَمَهُ ، فَاَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِلْمِىْ وَمَا عِلْمُكَ فِىْ جَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ ، اِلاَّ كَمَا اَخَذَ هٰذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ اَهْلَ هٰذَا السَّاحِلِ اِلٰى اَهْلِ هٰذَا السَّاحِلِ الْاٰخَرِ عَرَفُوْهُ ، فَقَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ ، قَالَ نَعَمْ لاَنَحْمِلُهُ بِاَجْرٍ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيْهَا وَتِدًا فِيْهَا وَتِدًا ، قَالَ مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطٰى شَرْطًا ، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ، قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ، لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ يَعْلٰى قَالَ سَعِيْدٌ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ ، فَاَخَذَ غُلاَمًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنِ ، قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَاَهَا زَكِيَّةً زَاكِيَةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلاَمًا زَكِيًّا ، فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ، لَوْشِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ اَمَامَهُمْ قَرَاَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ ، يَزْعُمُوْنَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ ،

banglainternet.com

وَالْغُلَامُ الْمَقْتُوْلُ اِسْمُهُ يَزْعُمُوْنَ جَيْسُوْرٌ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ، فَاَرَدْتُ اِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ اَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبِهَا ، فَاِذَا جَاوَزُوا اَصْلَحُوْهَا فَانْتَفَعُوْا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ سَدُّوْهَا بِقَارُوْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ بِالْقَارِ ، كَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ اَنْ يُتَابِعَاهُ عَلٰى دِيْنِهِ ، فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لِقَوْلِهِ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَاَقْرَبَ رُحْمًا ، وَاَقْرَبَ رُحْمًا ، هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ ، الَّذِيْ قَتَلَ خَضِرٌ ، وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا اُبْدِلَا جَارِيَةً ، وَاَمَّا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اِنَّهَا جَارِيَةٌ *

৪৩৭১ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে আমার কাছে প্রশ্ন কর। আমি বললাম, হে আবূ আব্বাস! আল্লাহ্ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কূফায় নওফ নামক একজন বক্তা আছে। সে বলছে যে, (খিযির (আ)- এর সাথে যে মূসার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের (প্রতি প্রেরিত) মূসা নন। তবে, আমর ইব্ন দীনার আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। কিন্তু ইয়ালা (একজন বর্ণনাকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একথা শুনে বললেন, উবায় ইব্ন কাআব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল মূসা (আ) একদিন লোকদের সামনে ওয়াজ করছিলেন। অবশেষে যখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাদের অন্তর বিগলিত হল, তখন তিনি (ওয়াজ সমাপ্ত করে) ফিরলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ পৃথিবীতে আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি বললেন, না। এতে আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহ্র উপর হাওয়ালা করেননি।[১] তখন তাকে বলা হল, নিশ্চয় আছে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! তিনি কোথায়? আল্লাহ্ বললেন, তিনি দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! আপনি আমাকে এমন চিহ্ন বলুন, যার সাহায্যে আমি তার পরিচয় লাভ করতে পারি। বর্ণনাকারী ইব্ন জুরাইহ বলেন, আমর আমাকে এভাবে বলেছেন যে, তাকে (সেখানে পাবে), যেখানে মাছটি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ইয়ালা আমাকে এভাবে বলেছেন, একটি মৃত মাছ নাও যেখানে মাছটির মধ্যে প্রাণ দেয়া হবে (সেখানেই তাকে পাবে)। তারপর মূসা (আ) একটি মাছ নিলেন এবং তা থলের মধ্যে রাখলেন। তিনি তার খাদেমকে বললেন, আমি তোমাকে শুধু এ দায়িত্ব দিচ্ছি যে, মাছটি যে স্থানে তোমার থেকে চলে যাবে, সে স্থানটির কথা আমাকে বলবে। খাদেম বলল, এ তো বড় দায়িত্ব নয়। এরই বিবরণ রয়েছে

banglainternet.com

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতেঃ "আর যখন মূসা বললেন, তাঁর খাদেমকে অর্থাৎ ইউশা ইব্ন নূনকে"। সাঈদ (বর্ণনাকারী) এর বর্ণনায় নামের উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তিনি একটি বড় পাথরের ছায়ায় ভিজা মাটির কাছে অবস্থান করছিলেন, তখন মাছটি লাফিয়ে উঠল। মূসা (আ) তখন নিদ্রায় ছিলেন। তাঁর খাদেম (মনে মনে) বললেন, তাঁকে এখন জাগাব না। অবশেষে যখন তিনি জাগালেন, তখন তাকে মাছের খবর বলতে ভুলে গেল। আর মাছটি লাফিয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা মাছটির চলার পথে পানি বন্ধ করে দিলেন। পরিণামে যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমর আমাকে বলেছেন যে, যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন এরূপ হয়ে রইল, বলে তিনি তাঁর দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পাশের আঙ্গুলগুলো এক সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকার বানিয়ে দেখালেন। (মূসা (আ) বললেন) "আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" ইউশা বললেন, আল্লাহ্ আপনার থেকে ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদের বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নেই। খাদেম তাঁকে মাছের পালিয়ে যাবার সংবাদ দিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। বর্ণনাকারী ইব্ন যুরাইজ বলেন, উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান আমাকে বলেছেন যে, মূসা (আ) খিযির (আ)-কে পেলেন সমুদ্রের বুকে সবুজ বিছানার ওপর। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, তিনি চাদরমুড়ি দিয়েছিলেন। চাদরের এক পার্শ্ব ছিল তাঁর দু'পায়ের নিচে এবং অন্য পার্শ্ব ছিল তাঁর মাথার ওপর। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, আমার এ অঞ্চলেও কি সালাম আছে? তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা! খিযির (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কী? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন।" তিনি বললেন, তোমার কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে তো ওহী আসে। হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার জানা সমীচীন নয়। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আমার জানা উচিত নয়। এ সময় একটি পাখি এসে তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি নিল। (এ দৃশ্য দেখে) খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র জ্ঞানের কাছে আমার ও তোমার জ্ঞান এতটুকু, যতটুকু এ পাখিটি সমুদ্র হতে তার ঠোঁটে করে নিয়েছে। অবশেষ তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তাঁরা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ-পারের লোকদের ও-পারে এবং ও-পারের লোকদের এ-পারে বহন করত। নৌকার লোকেরা খিযিরকে চিনতে পারল। তারা বলল, আল্লাহ্র নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি খিযির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (তারা বলল) আমরা তাঁকে পারিশ্রমিক নিয়ে বহন করব না। এরপর খিযির (আ) তাদের নৌকা (এর এক স্থান) বিদীর্ণ করে দিলেন এবং একটি গোঁজ দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, إِمْرًا অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ। "তিনি (খিযির) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।" প্রথমটি ছিল মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে ভুল, দ্বিতীয়টি শর্তস্বরূপ এবং তৃতীয় ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য। "মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবে না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবে না।" (এরপর) তাঁরা এক বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, খিযির তাকে হত্যা করে ফেললেন। ইয়ালা বলেন, সাঈদ বলেছেন, খিযির (আ) বালকদের খেলাধুলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি একটি চটপটে কাফের বালককে ধরলেন এবং তাকে পার্শ্বে শুইয়ে যবেহ

banglainternet.com

করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, "আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই ?" সে তো কোন গুনাহর কাজ করেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এখানে زَكِيَّةً পড়তেন। زَاكِيَةً ভাল মুসলমান। যেমন তুমি পড় "غُلَامٌ زَكِيٌّ" তারপর তারা দু'জন চলতে লাগল এবং একটি পর্তনোন্মুখ প্রাচীর পেল। খিযির (আ) সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এরূপ, এবং তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে সোজা করলেন। ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খিযির (আ) প্রাচীরের ওপর দু'হাতে স্পর্শ করলেন এবং প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। মূসা (আ) বললেন, لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا আপনি ইচ্ছা করলে এ জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। সাঈদ বলেন, أَجْرًا দ্বারা এখানে খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়েছে। وَكَانَ وَرَاءَهُمْ এর অর্থ তাদের সামনে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াতে أَمَامَهُمْ مَلِكٌ (তাদের সামনে ছিল এক রাজা) পড়েন। সাঈদ ব্যতীত অন্য বর্ণনাকরীরা সে রাজার নাম বলেছেন "হুদাদ ইব্‌ন বুদাদ" আর হত্যাকৃত বালকটির[১] নাম ছিল "জাইসুর"। সে রাজা প্রত্যেকটি (ভাল) নৌকা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিত। খিযির (আ)-এর নৌকা বিদীর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল, (সে অত্যাচারী রাজা) ত্রুটিযুক্ত নৌকা দেখলে তা ছিনিয়ে নেবে না। তারপর যখন অতিক্রম করে গেল, তখন তাদের নৌকা মেরামত করে নিল এবং তা ব্যবহার যোগ্য করে তুলল। কেউ বলে, নৌকার ছিদ্রটা মেরামত করেছিল সীসা গলিয়ে, আবার কেউ বলে, আলকাত্‌রা মিলিয়ে নৌকা মেরামত করেছিল। "তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন।" আর সে বালকটি ছিল কাফের। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে। অর্থাৎ তার স্নেহ ভালবাসায় তাদের তার ধর্মের অনুসারী করে ফেলবে। "এরপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।" খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে বালকটির চেয়ে পরবর্তী বালকটির প্রতি তার পিতামাতা অধিক স্নেহশীল ও দয়াশীল হবেন। (ইব্‌ন জুরাইয বলেন) সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এর অর্থ হল, সে বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ্ তাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেন। দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম বলেন, এখানে কন্যা সন্তান বোঝানো হয়েছে।

٢٤٥. بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا اِلٰى قَوْلِهِ عَجَبًا ، صُنْعًا عَمَلاً ، حِوَلاً تَحَوُّلاً ، قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ، فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ، اِمْرًا وَنُكْرًا دَاهِيَةً ، يَنْقَضُّ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقُضُ السِّنُّ ، لَتَّخَذْتَ وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ ، رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِيَ اَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَظُنُّ اَنَّهُ مِنَ الرَّحِيْمِ ، وَتُدْعٰى مَكَّةُ اُمَّ رُحْمٍ اَى الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا

২৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তাঁর সাথীকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (বলল আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা

banglainternet.com

১. খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিল।

যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান এ কথা বললো আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।) মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। صَنْعًا কাজ قَالَ ذَالِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا حَوْلاً ঘুরে যাওয়া, পরিবর্তন হওয়া। "মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটি অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। نُكْرًا ও اِمْرًا উভয়ের একই অর্থ, অন্যায় কাজ يَنْقَضُّ শব্দের অর্থ-নিপতিত হবে। اتَّخَذْتَ-لَتَّخَذْتَ উভয়ের একই অর্থ। رُحْمًا শব্দটি رَحِمٌ থেকে গঠিত। অত্যধিক দয়া ও করুণা। কারও মতে, এটা رَحِيْمٌ থেকে গঠিত। মক্কাকে বলা হয় اُمُّ رُحْمٍ যেহেতু সেখানে রহমত নাযিল হয়।

٤٣٧٢ حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسَى الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسٰى خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ، فَقِيْلَ لَهُ اَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ ، قَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ وَاَوْحٰى اِلَيْهِ بَلٰى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ اَيْ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيْلُ اِلَيْهِ قَالَ تَاْخُذُ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَاتَّبِعْهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوْسٰى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ وَمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا ، قَالَ فَوَضَعَ مُوْسٰى رَأْسَهُ فَنَامَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَفِيْ حَدِيْثِ غَيْرِ عَمْرٍو قَالَ وَفِيْ اَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لاَيُصِيْبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ اِلاَّ حَيِيَ ، فَاَصَابَ الْحُوْتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا الاٰيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ مَا اُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ

banglainternet.com

نَسِيْتُ الْحُوْتَ الْاٰيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِى الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوْتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا ، وَلِلْحُوْتِ سَرَبًا ، قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ ، اِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى قَالَ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَامُوْسٰى اِنَّكَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ وَاَنَا عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلْ اَتَّبِعُكَ قَالَ فَاِنْ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمْ فِىْ سَفِيْنَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ اَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِيْنَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُوْرٌ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوْسٰى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِىْ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَاْ مُوْسٰى اِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ اِلَى قَدُوْمٍ فَخَرَقَ السَّفِيْنَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ الْاٰيَةَ ، فَانْطَلَقَا اِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا اِلٰى قَوْلِهِ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَاَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اِنَّا دَخَلْنَا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا لَوْ شِئْتَ

banglainternet.com

لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ . سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوْسٰى صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا

৪৩৭২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, নওফল বাক্‌কালীর ধারণা, বনী ইসরাঈলের মূসা, খিযির (আ)-এর সাথী মূসা একই ব্যক্তি নয়। এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবায় ইব্ন কা'আব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (একদা) মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, আমি। আল্লাহ্ তাঁর এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহ্‌র দিকে নিসবত করেননি। আল্লাহ্ তাঁর উপর ওহী নাযিল করে বললেন, (হে মূসা!) দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, হে রব! আমি তাঁর কাছে কিভাবে যেতে পারি ? আল্লাহ্ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তার অনুসরণ করবে। মূসা (আ) রওয়ানা হলেন এবং তার সাথে ছিল তাঁর খাদেম ইউশা ইব্ন নূন। তারা মাছ সাথে নিলেন। তারা চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে একটি বিশাল শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তারা বিশ্রামের জন্য থামলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) শিলাখণ্ডের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুফিয়ান বলেন, আমর ইব্ন দীনার ছাড়া সকল বর্ণনাকারী বলেছেন, শিলাখণ্ডটির তলদেশে একটি ঝরনা ছিল, তাঁকে হায়াত বলা হত। কেননা, যে মৃতের ওপর তার পানি পড়ে, সে অমনি জীবিত হয়ে ওঠে। সে মাছটির ওপরও ঐ ঝরনার পানি পড়ল এবং সাথে সাথে সে লাফিয়ে উঠল। তারপর মাছটি বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। এরপরে মূসা (আ) যখন জেগে উঠলেন। "মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, 'আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে স্থান সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছিল সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর খাদেম ইউশা ইব্ন নূন তাঁকে বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে (সে স্থানে) প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা সমুদ্রে মাছটির চলে যাওয়ার জায়গায় সুড়ঙ্গের মত দেখতে পেলেন, যা মূসা (আ)-এর সাথী যুবককে আশ্চর্যান্বিত করে দিল। যখন তাঁরা শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে এ ব্যক্তিকে কাপড় আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের এলাকায় সালামের প্রথা কিভাবে এল ? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি (খিযির (আ)) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)? মূসা (আ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? খিযির (আ) বললেন, হে মূসা ! তুমি আল্লাহ্ কর্তৃক যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, তা আমি (সম্পূর্ণভাবে) জানি

banglainternet.com

না। আর আমি আল্লাহ্‌র থেকে যে 'ইলম' লাভ করেছি তাও (সম্পূর্ণভাবে) তুমি জান না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার অনুসরণ করব। খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি। তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। একটি নৌকা তাঁদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, নৌকার লোকেরা খিযির (আ)-কে দেখে চিনতে পারল। তারা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের নৌকায় উঠিয়ে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করলেন। এ সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার অগ্রভাগে বসলো। পাখিটি সমুদ্রে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, তোমার, আমার ও সৃষ্টিজগতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় অতখানি, যতখানি এ চড়ুই পাখি তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) স্থান পরিবর্তন করেননি।

খিযির (আ) অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে করলেন। এমতাবস্থায় খিযির (আ) নৌকা বিদীর্ণ করে দিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এরা আমাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের নৌকায় নিয়ে এল আর আপনি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করে দিলেন। আপনি তো এক গর্হিত কাজ করেছেন। তারপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন (পথে) এবং দেখতে পেলেন যে, একটি বালক কতগুলো বালকের সাথে খেলা করছে। খিযির (আ) সে বালকটির শিরোচ্ছেদ করে দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো এক গর্হিত কাজ কর ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওযরের চূড়ান্ত হয়েছে। তারপর তাঁরা উভয় চলতে লাগলেন। তাঁরা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন, তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। বর্ণনাকারী হাতের ইশারায় দেখালেন যে, এভাবে খিযির (আ) পতনোন্মুখ প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, আমরা যখন এ জনপদে প্রবেশ করছিলাম, তখন জনপদের অধিবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করেনি এবং আমাদের খেতে দেয়নি। এ জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) যদি আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমরা তাদের দু'জনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম। সাঈদ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَرَاءَهُمْ এর স্থানে أَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়তেন। অর্থ "তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে সকল ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর বালকটি ছিল কাফের।"

٢٤٥١. بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً

২৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ বল, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের ?

banglainternet.com

٤٢٧٢ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لاَ هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لاَ طَعَامَ فِيهَا وَلاَ شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ (الآيَةَ)

৪৩৭৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মুসা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে[1] জিজ্ঞেস করলাম, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "হারূরী"[2] গ্রামের অধিবাসী। তিনি বললেন, না, তারা হল ইহুদী ও খৃষ্টান। কেননা, ইহুদীরা মুহাম্মদ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং খৃষ্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করত এবং বলত, সেখানে কোন খাদ্য-পানীয় নেই। আর "হারূরীরা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করার পরও তা ভঙ্গ করে। সা'দ তাদের বলতেন 'ফাসিক'।

٢٤٥٢. بَابُ قَوْلِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

২৪৫২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তারা এমন যারা অস্বীকার করে নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।

٤٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَقَالَ اقْرَءُوا : فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا * وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ *

৪৩৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে ; কিন্তু সে আল্লাহ্‌র নিকট মশার ডানার চেয়েও ক্ষুদ্র

১. সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস।

২. কুফার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে 'খারিজী সম্প্রদায়ের' আন্দোলন এ গ্রাম থেকেই শুরু হয়।

banglainternet.com

হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, "কিয়ামতের দিন তাদের কাজের কোন গুরুত্ব রাখব না।[১] ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবূ যিনাদ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

سُوْرَةُ مَرْيَمَ

সূরা মরিয়ম

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَبْصِرْ بِهِمْ وَاَسْمِعْ . اللّٰهُ يَقُوْلُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لاَيَسْمَعُوْنَ وَلاَ يُبْصِرُوْنَ ، فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ يَعْنِيْ قَوْلَهُ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ، اَلْكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ اَسْمَعُ شَيْءٍ وَاَبْصَرُهُ لَاَرْجُمَنَّكَ لَاَشْتِمَنَّكَ ، وَرِئْيًا ، مَنْظَرًا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : تَؤُزُّهُمْ تُزْعِجُهُمْ اِلَى الْمَعَاصِيْ اِزْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِدًّا عِوَجًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وِرْدًا عِطَاشًا اَثَاثًا مَالاً ، اِدًّا قَوْلاً عَظِيْمًا ، رِكْزًا صَوْتًا عِتِيًّا خُسْرَانًا ، بُكِيًّا جَمَاعَةُ بَاكٍ ، صُلِيًّا صَلِيَ يَصْلَى ، نَدِيًّا وَالنَّادِيْ مَجْلِسًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَدْعُهُ *

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা আজ (দুনিয়ায়) কোন উপদেশ শুনছে না এবং কোন নিদর্শন দেখছে না এবং তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। অথচ কিয়ামতের দিন কাফিরেরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। لَاَرْجُمَنَّكَ আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করে দিব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ " لَاَشْتِمَنَّكَ " অবশ্যই আমি তোমাকে গালি দিব। رِئْيًا দৃশ্য। ইব্ন উয়াইনা (র) বলেন, " تَؤُزُّهُمْ " শয়তান তাদের পাপের দিকে চরম ভাবে প্ররোচিত করছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اِدًّا বক্রতা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وِرْدًا - তৃষ্ণার্ত। اَثَاثًا - মাল। اِدًّا কঠোর বাক্য। رِكْزًا ফিস্ফিস্ আওয়াজ। "عِتِيًّا" অবাধ্য [২]। بُكِيًّا ক্রন্দনকারী একটি দল। "صُلِيًّا" (প্রবেশ করা)। صَلِيَ - يَصْلَى এর মাসদার। "نَدِيًّا" এবং اَلنَّادِيْ বৈঠক। মুজাহিদ (র) বলেন, فَلْيَمْدُدْ কাজেই সে যেন তা ছেড়ে দেয়।

---

১. পুণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, তাদের কোন ওযন থাকবে না। অর্থাৎ সেগুলো কোন কাজে আসবে না।

২. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ " اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا " যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য। ১৬ ঃ ৬৯

banglainternet.com

٢٤٥٣ بَابُ قَوْلُهُ : وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

২৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে।".....

٤٣٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ ، هٰذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ . ثُمَّ يُنَادِىْ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ يَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ ، هٰذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلَامَوْتَ ، وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلَامَوْتَ . ثُمَّ قَرَاَ: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَهٰؤُلَاءِ فِىْ غَفْلَةِ اَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ *

৪৩৭৫ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী ! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী ! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী ! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন। اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ "তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"

banglainternet.com

٢٤٥٤ بَابُ قَوْلُه : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ

২৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না (যা রয়েছে আমাদের সম্মুখে ও পেছনে।)

٤٣٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا *

৪৩৭৬ আবূ নুয়াইম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার জিবরাঈলকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বাধা দেয় ?[১] তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে।"

٢٤٥٥ بَابُ قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا

২৪৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "তুমি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।"

٤٣٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جِئْتُ الْعَصِىَّ ابْنَ وَائِلٍ السَّهْمِىَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِىْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لاَ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ وَاِنِّىْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اِنَّ لِىْ هُنَاكَ مَالاً وَّوَلَدًا فَاَقْضِيْكَهُ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ، رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ *

৪৩৭৭ হুমায়দী (র) ..... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (খাব্বাব) বলেন, আমি আস ইব্ন ওয়ায়েল সাহমীর নিকট গেলাম ; তার কাছে আমার কিছু

১. কিছু কালের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী বন্ধ ছিল। এতে রাসূল (সা) খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

banglainternet.com

পাওনা ছিল, তা আদায় করার জন্য। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, আমি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিব না, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাস না কর।[১] তখন আমি বললাম, না, এমনকি তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে আসলেও তা হওয়ার নয়। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, আমি কি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হব ? আমি বললাম, হ্যাঁ। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, নিশ্চয়ই তথায়ও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে, তা থেকে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।"

এ হাদীসখানা সাওরী (র) ..... আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٢٤٥٦. بَابُ قَوْلُهُ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا

২৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? عهد অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

٤٣٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّهُمْ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُحْيِيْكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللّٰهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِيْ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلَا مَوْثِقًا

৪৩৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় থাকাকালে কর্মকারের কাজ করতাম। এ সময় আস্ ইব্‌ন ওয়ায়েলকে একখানা তরবারি বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন আমার সে (তরবারির) পাওনার তাগাদায় তাঁর নিকট আসলাম। সে বলল, মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমার পাওনা দেব না। আমি বললাম, মুহাম্মদকে অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিবার পর তোমাকে পুনরায় জীবিত করা পর্যন্ত। সে বলল, আল্লাহ্ যখন আমাকে মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করবেন, তখন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। (সেখানে তোমার পাওনা দিয়ে দিব) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কে অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? রাবী বলেন, عهد

banglainternet.com

১. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে অস্বীকার করা।

এর অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আশ্‌জায়ী (র) সুফিয়ান থেকে বর্ণনার মধ্যে سَيْفًا (তরবারি) শব্দ এবং مَوْثِقًا(প্রতিশ্রুতি) শব্দ উল্লেখ করেননি।

٢٤٥٧ بَابُ قَوْلُهُ كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا

২৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "কখনই নয়, তারা যা বলে, আমি তা অনতিবিলম্বে লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।"

٤٣٧٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ فَاَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَكْفُرُ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَذَرْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَسَوْفَ اُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا *

৪৩৭৯ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) ..... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে কর্মকার ছিলাম। সে সময় আস ইব্‌ন ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি পাওনা তাগাদা করতে তার কাছে আসলে সে বলল, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার কর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ্ তোমাকে মেরে ফেলার পর আবার তোমাকে জীবিত করার পরেও নহে। বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমি মরে আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তখন তো আমাকে সম্পদ-সন্তান দেয়া হবে। তখন তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ "তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।

٢٤٥٨ بَابُ قَوْلِهِ : عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْجِبَالُ هَدًّا هَدْمًا

২৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْجِبَالُ هَدًّا -এর অর্থ, পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

banglainternet.com

٤٣٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِيْ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، قَالَ قُلْتُ لَنْ اَكْفُرَ بِهِ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ وَاِنِّيْ لَمَبْعُوْثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ اَقْضِيْكَ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَنَزَلَتْ اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا . اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا *

৪৩৮০ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম এবং আস ইব্ন ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার তাগাদা দিতে তার কাছে আসলাম। সে বলল, আমি তোমাকে পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমি কখনও তাঁকে অস্বীকার করব না, এমনকি তুমি মরার পরে জীবিত হওয়া পর্যন্তও না। আস্ বলল, আমি যখন মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হব তখন অবিলম্বে আমি সম্পদ ও সন্তানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

"তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে, অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? কখনই না ; সে যা বলে অবিলম্বে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।"

سُوْرَةُ طٰهٰ

সূরা তাহা

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طٰهٰ يَا رَجُلُ ، يُقَالُ كُلُّ مَالَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ اَوْفِيْهِ تَمْتَمَةٌ اَوْ فَافَاةٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ ، اُزْرِيْ ظَهْرِيْ ، فَيُسْحِتَكُمْ يُهْلِكَكُمْ ، الْمُثْلٰى تَانِيْثُ الْاَمْثَلِ ، يَقُوْلُ بِدِيْنِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلٰى خُذِ الْاَمْثَلَ ،

banglainternet.com

ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا يُقَالُ هَلْ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِى الْمُصَلَّى الَّذِىْ يُصَلَّى فِيْهِ ، فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيْفَةً لِكَسْرَةِ الْخَاءِ ، فِىْ جُذُوْعِ اَىْ عَلٰى جُذُوْعِ ، خَطْبُكَ بَالُكَ ، مِسَاسَ مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنُذْرِيَنَّهُ ، قَاعًا يَعْلُوْهُ الْمَاءُ ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ ، الْحُلِىُّ الَّذِىْ اسْتَعَارُوْا مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفْتُهَا فَاَلْقَيْتُهَا ، اَلْقَى صَنَعَ ، فَنَسِىَ مُوْسٰى هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ اَخْطَاَ الرَّبُّ ، لاَ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً الْعِجْلُ ، هَمْسًا حِسُّ الْاَقْدَامِ ، حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى عَنْ حُجَّتِىْ ، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا فِى الدُّنْيَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : اَمْثَلُهُمْ اَعْدَلُهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَضْمًا لاَيُظْلَمُ فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِوَجًا وَادِيًا ، اَمْتًا رَابِيَةً ، سِيْرَتَهَا حَالَتَهَا الْاُوْلٰى ، النُّهٰى التُّقٰى ، ضَنْكًا الشَّقَاءُ ، هَوٰى شَقِىَ ، الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ ، طُوًى اِسْمُ الْوَادِىْ ، بِمِلْكِنَا بِاَمْرِنَا ، مَكَانًا سِوًى مُنْصَفٌ بَيْنَهُمْ ، يَبَسًا يَابِسًا ، عَلٰى قَدَرٍ مَوْعِدٍ ، لاَتَنِيَا تَضْعُفَا *

ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, নাবতী ভাষায় "طٰهٰ" এর অর্থ يَارَجُلُ , হে ব্যক্তি! যে সকল ব্যক্তি কোন অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না অথবা 'তা' অথবা 'ফা' উচ্চারণে তুতলিয়ে যায়, তাকে "عقده" বলা হয়। اَزْرِىْ আমার পিঠ। "فَيُسْحِتَكُمْ" সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। الْمُثْلٰى এটা الْاَمْثَلُ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। বলা হয়, "خُذِالْمُثْلٰى -خُذِالْاَمْثَلَ" উত্তম পন্থা অবলম্বন কর ثم ائتوا صفا । এরপর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। বলা হয়, "তুমি কি আজ সারিতে এসেছ ?" অর্থাৎ সালাতের নির্ধারিত জায়গায় যেখানে সালাত আদায় করা হয়। فَاَوْجَسَ তিনি অন্তরে গোপন করলেন। خِيْفَةً মূলে خَوْفًا ছিল। অক্ষরটি 'কাস্‌রার' কারণে "وَاوْ" টি "يَاء" দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। فِىْ جُذُوْعِ (খেজুর বৃক্ষের) কাণ্ডের উপরে। خَطْبُكَ তোমার ব্যাপার। مِسَاس -স্পর্শ করা) শব্দটি مَاسَّهُ - مِسَاسًا এর মাসদার لَنَنْسِفَنَّهُ - অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করব। قَاعًا এমন জায়গা যার ওপর দিয়ে পানি চলে যায়। اَلصَّفْصَفُ সমতল ভূমি। মুজাহিদ (র) বলেন, "مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ" অর্থাৎ সে সব অলংকার, যা তারা ফিরআওনের

banglainternet.com

বংশধর হতে ধার করে এনেছিল। فَقَذَفْتُهَا আমি তা নিক্ষেপ করলাম। اَلْقَى সে তৈরি করল। فَنَسِىَ অর্থাৎ মূসা (আ) ভুলে গিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তিনি রবকে চিনতে ভুল করেছেন। اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا অর্থাৎ গো বৎস তাদের কথার উত্তর দিতে পারে না। هَمْسًا পদধ্বনি। حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে আমার প্রমাণাদি থেকে। كُنْتُ بَصِيْرًا আমার তো দুনিয়ায় চক্ষু ছিল। ইব্ন উয়াইনা বলেন, اَمْثَلُهُمْ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অর্থাৎ তাদের মধ্যে মধ্যম পন্থী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, هَضْمًا -এর অর্থ, অবিচার করা হবে না যাতে তার পুণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। عِوَجًا বক্রতা, উপত্যকা اَمْتًا উঁচু ভূমি, টিলা। مَسِيْرَتُهَا তার অবস্থা। اَلنُّهٰى সংযমী, পরহিজগার। ضَنْكًا দুর্ভাগ্য। هَوٰى দুর্ভাগা হওয়া। اَلْمُقَدَّس বরকতময় طُوًى একটি উপত্যকার নাম। بِمِلْكِنَا আমাদের নির্দেশে। مَكَانًا سُوًى তাদের মধ্যবর্তী স্থান। يَبَسًا শুষ্ক। عَلٰى قَدَرٍ প্রতিশ্রুত সময়ে لَا تَنِيَا তোমরা উভয়ে দুর্বল হয়ো না।

٢٤٥٩ بَابُ قَوْلُهُ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ

২৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি।

٤٣٨١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِلْتَقٰى اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى لِاٰدَمَ اَنْتَ الَّذِىْ اَشْقَيْتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهٖ ، وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَوَجَدْتَّهَا كُتِبَ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ ، قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى *

৪৩৮১ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) মিলিত হলেন। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, মানব জাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এবং তাদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার করিয়েছেন? আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালাতের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন, এবং বাছাই করেছেন আপনাকে নিজের জন্য এবং আপনার ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন? মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি তাতে অবশ্যই পেয়েছেন যে, আমার সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন। اَلْيَمُّ সমুদ্র।

banglainternet.com

٢٤٦٠. بَابُ قَوْلُهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى الْيَمُّ الْبَحْرُ

২৪৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী নাযিল করেছিলাম এ মর্মে ; আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীতে বের হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ বের করে নাও। পশ্চাৎ থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয় করো না। তারপর ফিরআউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করল। আর সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করল। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।"

٤٣٨٢ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ *

৪৩৮২ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (আ) ফিরআউনের ওপর জয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আমরাই তো তাদের চাইতে মূসা (আ)-এর নিকটবর্তী। এরপর (মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন) তোমরা এ দিন সিয়াম পালন কর।

٢٤٦١ بَابُ قَوْلُهُ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

২৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى "সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, যাতে তোমরা কষ্টে পতিত হও।"

٤٣٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ

banglainternet.com

النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَاَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ اٰدَمُ يَامُوْسٰى اَنْتَ الَّذِىْ
اَصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ ، اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ ،
قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ اَوْ قَدَّرَهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى *

৪৩৮৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) আদম (আ)-এর সঙ্গে যুক্তি উত্থাপন করে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনার গুনাহ্ দ্বারা মানব জাতিকে জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ্ পাক আপনাকে রিসালতের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। তবুও কি আপনি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য ভর্ৎসনা করবেন, যা আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির আগেই আমার সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অথবা বললেন, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তা আমার সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এ (যুক্তির মাধ্যমে) আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

সূরা আম্বিয়া

٤٣٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَنِىْ
اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطٰهٰ وَالْاَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ وَهُنَّ
مِنْ تِلَادِىْ وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّعَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِىْ فَلَكٍ مِثْلُ فَلْكَةِ
الْمِغْزَلِ ، يَسْبَحُوْنَ يَدُوْرُوْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفَشَتْ رَعَتْ
يُصْحَبُوْنَ يُمْنَعُوْنَ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً قَالَ دِيْنُكُمْ دِيْنٌ وَّاحِدٌ وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : حَصَبُ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ اَحَسُّوْا تَوَقَّعُوْهُ مِنْ

banglainternet.com

اَحْسَسْتُ خَامِدِيْنَ هَامِدِيْنَ ، حَصِيْدٌ مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ ، لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ لَا يُعْيُوْنَ ، وَمِنْهُ حَسِيْرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيْرِيْ ، عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ ، نُكِّسُوْا رُدُّوْا ، صَنْعَةَ لَبُوْسٍ الدُّرُوْعُ ، تَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ اِخْتَلَفُوْا ، الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ ، اٰذَنَّاكَ ، اَعْلَمْنَاكَ ، اٰذَنْتُكُمْ اِذَا اَعْلَمْتَهُ فَاَنْتَ وَهُوَ عَلَى سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ تُفْهَمُوْنَ ، اِرْتَضٰى رَضِيَ التَّمَاثِيْلُ الْاَصْنَامُ ، السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ *

৪৩৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহ্‌ফ, মরিয়ম, 'তাহা' এবং 'আম্বিয়া' প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। কাতাদা (র) বলেন, "جُذَاذًا" অর্থ টুকরা টুকরা করা। হাসান বলেন "فِي فَلَكٍ" (কক্ষ পথ) সূতা কাটার চরকির মত। "يَسْبَحُوْنَ" ঘুরছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "نَفَشَتْ" মানে চরে খেয়েছিল। "يُصْحَبُوْنَ" বাধা দেয়া হবে। "اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً" অর্থাৎ তোমাদের দীন একই দীন। ইকরামা বলেন, "حَصَبُ" অর্থ, হাবশী ভাষায় জ্বালানি কাঠ। অন্যরা বলেন, "اَحَسُّوْا" অর্থ তারা আঁচ করেছিল। আর এ শব্দটি "اَحْسَسْتُ" থেকে উদ্ভূত। "خَامِدِيْنَ" নির্বাপিত। "حَصِيْدٌ" - কর্তিত শস্য। শব্দটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। "لَايَسْتَحْسِرُوْنَ" ক্লান্তিবোধ করে না। এর থেকে উদ্ভূত "حَسَرْتُ بَعِيْرِيْ - حَسِيْرٌ" আমি আমার উটকে ক্লান্ত করে দিয়েছি। "عَمِيْقٌ" অর্থ দূরত্ব। "نُكِّسُوْا" উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। "صَنْعَةَ لَبُوْسٍ" অর্থাৎ বর্মাদি। "تَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ" অর্থ তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। "الْحَسِيْسُ ؛ الْحِسُّ ؛ الْجَرْسُ ؛ الْهَمْسُ" এগুলোর একই অর্থ- মৃদু আওয়াজ। "اٰذَنَّاكَ" আমি তোমাকে জানিয়েছি। "اٰذَنْتُكُمْ" যখন তুমি তাকে জানিয়ে দিলে তখন তুমি আর সে একই পর্যায়ের। তুমি চুক্তি ভঙ্গ করলে না। মুজাহিদ (র) বলেন, "لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ" অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে। "اِرْتَضٰى" সে সম্মত হল। "التَّمَاثِيْلُ" মূর্তিসমূহ। "السِّجِلُّ" লিপিবদ্ধ কাগজ।

banglainternet.com

٢٤٦٢ بَابُ قَوْلِهِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ

২৪৬২.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ "كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ" যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম।

٤٣٨٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ . ثُمَّ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ اَلاَ اِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ اِلٰى قَوْلِهِ شَهِيْدٌ . فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ *

৪৩৮৫ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ভাষণে বলেন, কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ "যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।" এরপর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মতের মধ্য থেকে বহু লোককে উপস্থিত করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম (জাহান্নামের) দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব। এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী (উম্মত)। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা নতুন কাজে (ইসলামের মধ্যে) (বিদ'আত) লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহ্র নেক বান্দা (ঈসা (আ) বলেছিলেন : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" এরপর বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা মুরতাদ হতে চলেছে :

banglainternet.com

سُورَةُ الْحَجِّ

সূরা হাজ্জ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : الْمُخْبِتِيْنَ الْمُطْمَئِنِّيْنَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ اِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ يُبْطِلُ اللّٰهُ مَا يُلْقِيْ الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ اٰيَاتِهِ . وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَائَتُهُ اِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَؤُنَ وَلاَ يَكْتُبُوْنَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَشِيْدٌ بِالْقَصَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْطُوْنَ يَفْرُطُوْنَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُوْنَ يَبْطُشُوْنَ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أُلْهِمُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِسَبَبٍ بِحَبْلٍ اِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ تَذْهَلُ تُشْغَلُ .

ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন الْمُخْبِتِيْنَ বিনয়ী, শান্তিপ্রাপ্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فِيْ أُمْنِيَّتِهِ অর্থাৎ যখন তিনি কোন কথা বলেন, তখন শয়তান তাঁর কথার সাথে নিজের কথা মিলিয়ে দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের সে মিলানো কথা মিটিয়ে দিয়ে তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। কেউ কেউ বলেন, "أُمْنِيَّتِهِ" অর্থাৎ তার কিরাআত (পাঠ) اِلاَّ أَمَانِيَّ তাঁরা পড়তে জানতেন লিখতে জানতেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, "مَشِيْدٌ" অর্থাৎ চুন-সুরকি দ্বারা দৃঢ় নির্মিত। অন্যরা বলেন, يَسْطُوْنَ অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে। এটি سَطْوَةٌ থেকে উদ্ভূত। বলা হয় "يَسْطُوْنَ" অর্থাৎ মজবুত করে ধরে। "وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ" অর্থাৎ তাদের অন্তরে পবিত্র বাক্য[১] ঢেলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "بِسَبَبٍ" রজ্জু দ্বারা যা ঘরের ছাদের দিকে। تَذْهَلُ তুমি বিস্মৃত হবে।

٢٤٦٣ بَابٌ قَوْلُهُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى

২৪৬৩.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارٰى "এবং মানুষকে দেখবে মাতাল।"

٤٣٨٦ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا اٰدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ،

banglainternet.com

১. পবিত্র বাক্য দ্বারা 'কালেমায়ে তাওহীদ' অথবা 'কুরআন'কে বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা 'ইসলাম'কে বোঝানো হয়েছে।

فَيُنَادِى بِصَوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا اِلَى النَّارِ، قَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ اَرَاهُ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ الْوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ اَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ . وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، وَقَالَ جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ : سَكْرَى وَمَاهُمْ بِسَكْرَى *

৪৩৮৬ উমর ইব্‌ন হাফস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে রব! আমার সৌভাগ্য, আমি হাজির। তারপর তাকে উচ্চস্বরে ডেকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার বংশধর থেকে একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদম (আ) বলবে, হে রব, জাহান্নামের দলের পরিমাণ কি ? বলবে, প্রতি হাজার থেকে আমার ধারণা যে, বললেন, নয়শত নিরানব্বই, এ সময় গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করবে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। (পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন) ঃ এ কথা লোকদের কাছে ভয়ানক মনে হল, এমনকি তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। আবার মানবকুলের মধ্যে তোমাদের তুলনা হবে যেমন, সাদা গরুর পার্শ্ব মধ্যে যেন একটি কালো পশম অথবা কালো গরুর পার্শ্বে যেন একটি সাদা পশম। আমি অবশ্য আশা রাখি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক-চতুর্থাংশ। (রাবী বলেন) আমরা সবাই খুশীতে বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের

banglainternet.com

অর্ধেক। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। আমাশ থেকে উসামার বর্ণনায় রয়েছে تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى এবং তিনি (সন্দেহাতীতভাবে) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। জারীর, ঈসা, ইব্‌ন ইউনুস ও আবূ মুআবিয়ার বর্ণনায় سُكَارَى এবং وَمَا هُمْ بِسُكَارَى রয়েছে।

٢٤٦٤. بَابُ قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ شكر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، اِلٰى قَوْلِهِ : ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَتْرَفْنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ

২৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে।" حَرْف অর্থ দ্বিধা।

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ..... ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ যখন "তার কল্যাণ হয় তখন তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং যখন কোন বিপর্যয় ঘটে তখন সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে" ..... এ হল চরম বিভ্রান্তি-বাক্য পর্যন্ত। أَتْرَفْنَاهُمْ অর্থ আমি তাদের প্রশস্ততা দান করলাম।

٤٣٨٧ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ هٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ ، قَالَ هٰذَا دِينُ سُوْءٍ *

৪৩৮৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারিস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ সম্পর্কে বলেন, কোন ব্যক্তি মদীনায় আসার পর যদি তার স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়ায় বাচ্চা দিত, তখন বলত এ দীন ভাল। আর যদি তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান না হত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, এ ধর্ম খারাপ।

٢٤٦٥. بَابُ قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

banglainternet.com

২৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করছে।"

٤٣٨٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيْهَا اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِيْ حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوْا فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ قَوْلَهُ *

৪৩৮৮ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে কসম খেয়ে বলেন, এ আয়াত هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ (এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে)। হামযা এবং তাঁর দু'সঙ্গী এবং উত্‌বা ও তার দু'সঙ্গীর ব্যাপারে, নাযিল হয়েছে, যেদিন তারা বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুকাবিলা করেছিল। সুফিয়ান আবূ হাশিম সূত্রে এবং উসমান. ..... এ বক্তব্যটি আবূ মিজলাযের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন।

٤٣٨٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ قَيْسٌ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ *

৪৩৮৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়ে নালিশ নিয়ে দাঁড়াব। কায়েস বলেন, এ ব্যাপারেই هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, এরাই বদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ আলী, হামযা ও উবায়দা, শায়বা ইব্ন রাবীয়া, উতবা ইব্ন রাবীয়া এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্‌বা।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ

সূরা মু'মিনীন

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ، لَهَا سَابِقُوْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفِيْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيْدٌ بَعِيْدٌ ، فَاسْئَلِ الْعَادِّيْنَ الْمَلَائِكَةَ ، لَنَاكِبُوْنَ لَعَادِلُوْنَ ، كَالِحُوْنَ عَابِسُوْنَ ، مِنْ سُلَالَةٍ الْوَلَدُ وَالنُّطْفَةُ السُّلَالَةُ ، وَالْجِنَّةُ وَالْجُنُوْنُ وَاحِدٌ ، وَالْغُثَاءُ الزَّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ *

ইবন উয়াইনা বলেন, سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ সপ্তাকাশ। لَهَا سَابِقُوْنَ সৌভাগ্য তাদের ওপর অগ্রগামী। قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ তাদের অন্তর সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ বহুদূর, বহুদূর। فَاسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন। لَنَاكِبُوْنَ তারা (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত। كَالِحُوْنَ বীভৎস হয়ে যাবে। مِنْ سُلَالَةٍ সন্তান। نُطْفَةٌ নির্গত বীর্য। وَالْجِنَّةُ وَالْجُنُوْنُ এ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত (উন্মাদ)। وَالْغُثَاءُ অর্থ, ফেনা, যা পানির ওপরে ভাসে এবং তা কোন উপকারে আসে না।

سُوْرَةُ النُّوْرِ

সূরা নূর

مِنْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرْقِهِ الضِّيَاءُ مُذْعِنِيْنَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِيْ مُذْعِنٌ ، أَشْتَاتًا وَشَتّٰى وَشَتَاتٌ وَشَتٌّ وَاحِدٌ . وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ الثُّمَالِيُّ الْمِشْكٰوةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا بَيَّنَّاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّيَ الْقُرْاٰنُ لِجَمَاعَةِ

banglainternet.com

السُّوَرِ وَسُمِّيَتِ السُّوْرَةُ لاَنَّهَا مَقْطُوْعَةٌ مِنَ الْاُخْرَى ، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ سُمِّيَ قُرْاٰنًا . وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ تَاْلِيْفَ بَعْضِهِ اِلَى بَعْضٍ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ فَاِذَا جَمَعْنَاهُ وَاَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ اَىْ مَا جُمِعَ فِيْهِ فَاعْمَلْ بِمَا اَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللّٰهُ . وَيُقَالُ لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْاٰنٌ اَىْ تَاْلِيْفٌ وَسُمِّيَ الْفُرْقَانُ لاَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْاَةِ مَاقَرَاَتْ بِسَلاً قَطُّ اَىْ لَمْ تَجْمَعْ فِىْ بَطْنِهَا وَلَدًا وَقَالَ فَرَضْنَا هَا اَنْزَلْنَا فِيْهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَاَ فَرَضْنَاهَا يَقُوْلُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ : اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا لَمْ يَدْرُوْا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ *

مِنْ خِلاَلِهِ মেঘমালার মাঝ থেকে। বিদ্যুতের আলো। سِنَابَرْقِهِ বিনীত হওয়া। مُذْعِنِيْنَ বিনীত হওয়া। বিনয়ী ব্যক্তিকে مُذْعِنٌ বলা হয়। اَشْتَاتًا (দলে দলে) شَتٌّ – شَتَّى – و – شَتَاتٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সা'দ ইব্ন আয়ায সুমালী বলেন, اَلْمِشْكٰوةُ হাবশী ভাষায় 'তাক'। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا" (এমন একটি সূরা) যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আমি প্রদান করেছি। অন্য থেকে বর্ণিত, সূরার সমষ্টিকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। সূরার নামকরণ করা হয়েছে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে। তারপর যখন পরস্পরকে মিলানো হয়, তখন তাকে 'কুরআন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ" এর এক অংশকে অন্য অংশের সাথে সংযোজিত করা। "فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ" তারপর যখন আমি তাকে একত্রিত করি ও সংযোজন করে দেই তখন তুমি অনুসরণ করবে সে কুরআনের অর্থাৎ যা একত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজ করবে এবং যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকবে। বলা হয়, لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْاٰنٌ অর্থাৎ (তার কাব্যে সামঞ্জস্য) নেই)। আর কুরআনকে ফুরকান এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর বলা হয়, স্ত্রীলোকের জন্য مَاقَرَاَتْ بِسَلاً قَطُّ অর্থাৎ তার পেটে সন্তান আসেনি। আর বলে, "فَرَّضْنَا" (তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) অর্থাৎ আমি তাতে বিভিন্ন ফরয নাযিল করেছি। আর যাঁরা "فَرَضْنَاهَا" (তাশদীদ বিহীন) পড়েন তিনি এর অর্থ করেন, আমি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপর ফরয করেছি। মুজাহিদ (র) বলেন, "اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا" এর অর্থ (সে সব বালক যারা স্বল্প বয়সের কারণে বুঝে না।

banglainternet.com

٢٤٦٦. بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ

২৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ..... لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ " এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।"

٤٣٩٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ عُوَيْمِرًا اَتَى عَاصِمَ ابْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِيْ عَجْلاَنَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَاَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَاَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَ اَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ ، فَاَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُحَيْمِرَ كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ

banglainternet.com

فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ نَعَتَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيْقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ.

৪৩৯০ ইসহাক (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির (রা) আসিম ইব্‌ন আদীর নিকট আসলেন। তিনি আজ্‌লান গোত্রের সর্দার। উয়াইমির তাঁকে বললেন, তোমরা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষ দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে ? এরপর তো তোমরা তাকেই হত্যা করবে অথবা সে কী করবে ? তুমি আমার তরফ থেকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস কর। তারপর আসিম নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ..... । রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করলেন। তারপর উয়াইমির (রা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন না-পছন্দ করেছেন ও দূষণীয় মনে করেছেন। তখন উয়াইমির বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিরত হব না। তারপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য একটি পুরুষকে দেখতে পেল সে কী তাকে হত্যা করবে! তখন তো আপনারা তাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করে ফেলবেন অথবা, সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী দু-জনকে 'লিয়ান' করার নির্দেশ দিলেন; যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর উয়াইমির তার স্ত্রীর সাথে লিয়ান করলেন। এরপরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এরপরও) যদি আমি তাকে রাখি, তবে তার প্রতি আমি জালিম হবো। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতএব, তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য, যারা পরস্পর 'লিয়ান' করে এইটি সুন্নতে পরিণত হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লক্ষ্য কর! যদি মহিলাটি একটি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও বড় পা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়, তবে আমি মনে করব, উয়াইমিরই তার সম্পর্কে সত্য বলেছে এবং যদি সে লাল গিরগিটির মত একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে তবে আমি মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। এরপর সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়াইমির সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন। তারপর সন্তানটিকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেয়া হত।

٢٤٦٧ بَابُ قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ *

২৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ

"এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লানত।"

banglainternet.com

٤٣٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً رَاٰى مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ التَّلاَعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُضِىَ فِيْكَ وَفِىْ امْرَاَتِكَ ، قَالَ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِى الْمِيْرَاثِ اَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهَا *

৪৩৯১ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবূ রবী (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি আমাকে বলুন তো, একজন তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে কী তাকে হত্যা করবে ? পরিণামে আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে আর কি করতে পারে ! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'জন সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন, যা কুরআন শরীফে পরস্পর লা'নত করা সম্পর্কে বর্ণিত। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর 'লিয়ান' করল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারপর সে তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিল। এরপর তা নিয়মে পরিণত হল যে, লিয়ানকারী উভয়কে পৃথক করে দেয়া হবে। মহিলাটি গর্ভবতী ছিল, তার স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করল। সুতরাং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ডাকা হত। তারপর উত্তরাধিকার স্বত্বে এ নিয়ম চালু হল যে, সন্তান মায়ের 'মিরাস' পাবে। আর মাতাও সন্তানের 'মিরাস' পাবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢٤٦٨. بَابُ قَوْلُهُ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ

২৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ "তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।"

٤٣٩٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ

banglainternet.com

أَوْحَدٌ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَى اَحَدُنَا عَلٰى اِمْرَاَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةُ وَاِلاَّ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِئِيْلُ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَاْنٌ *

৪৩৯২ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হিলাল ইব্ন উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শারীক ইব্ন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কী সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী করীম ﷺ বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবেন। তারপর জিবরাঈল (আ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর নাযিল করা হলঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ..... الصَّادِقِيْنَ "যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে" থেকে নবী ﷺ পাঠ করলেন, "যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পর্যন্ত। তারপর নবী ﷺ ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে [১] ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে সাক্ষী দিলেন। [২] আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের

banglainternet.com

১. খাওলা।
২. আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে শপথ করলেন।

দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর অবশ্যম্ভাবী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল।[১] নবী ﷺ বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইব্ন সাহমার। পরে সে অনুরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত।

٢٤٦٩ بَابٌ قَوْلُهُ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

২৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ "এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব।"

٤٣٩٣ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً رَمٰى اِمْرَاَتَهُ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللّٰهُ ثُمَّ قَضٰى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْاَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ *

৪৩৯৩ মুকাদ্দাম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে তার স্ত্রীর উপর (যেনার) অভিযোগ আনে এবং সে তার স্ত্রী সন্তানের অস্বীকার করে, রাসূল ﷺ উভয়কে লিয়ান করতে আদেশ দেন। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে বলেছেন, সেভাবে সে লিয়ান করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সন্তানটি স্ত্রীর আর তিনি লিয়ানকারী দু'জনকে পৃথক করে দিলেন।

٢٤٧٠ بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . اَفَّاكٌ كَذَّابٌ

banglainternet.com

২৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ ..... عَظِيْمٌ "যারা

১. পঞ্চমবার শপথ করল।

এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" افاك এর অর্থ অতি মিথ্যাবাদী।

٤٣٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ لَوْلَا جَاؤُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذَا لَمْ يَاتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ *

৪৩৯৪ আবূ নুয়াইম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে এ অপবাদের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সে হল আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সালুল। যখন তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না; এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, এ তো এক গুরুতর অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী।"

٤٣٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا ، فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضٍ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ

banglainternet.com

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَاَنَا اُحْمَلُ فِىْ هَوْدَجِىْ وَاُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ ، اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ ، فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِىْ اَقْبَلْتُ اِلٰى رَحْلِىْ فَاِذَا عِقْدٌ لِىْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِىْ وَحَبَسَنِىْ ابْتِغَاؤُهُ ، وَاَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَرْحَلُوْنَ لِىْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِىْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِىَ الَّذِىْ كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنِّىْ فِيْهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ اِنَّمَا تَاْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِىْ بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَاَقَمْتُ مَنْزِلِىَ الَّذِىْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِىْ مَنْزِلِىْ غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَدْلَجَ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِىْ فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَاَتَانِىْ فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَاٰنِىْ ، وَكَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ وَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِىْ كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِىَ عَلٰى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِىَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلَّى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ

banglainternet.com

ابْنَ سَلُوْلَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجْعِيْ اَنِّيْ لَا اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِيْ ، اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الَّذِيْ يَرِيْبُنِيْ وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِ حَتّٰى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ مَعِيْ اُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ اِلَّا لَيْلًا اِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاَوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا ، فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ ابْنَةُ اَبِيْ رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَانِنَا فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ اَيْ هَنْتَاهْ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ كَذَاوَكَذَا فَاَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِيْ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اٰتِيَ اَبَوَيَّ قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَاَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِاُمِّيْ يَا اُمَّتَاهْ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَابُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ ، فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا

banglainternet.com

وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَاْلِىْ دَمْعٌ ، وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتّٰى اَصْبَحْتُ اَبْكِىْ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَاْمِرُهُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ ، قَالَتْ فَاَمَّا . اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاَشَارَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ، وَبِالَّذِىْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَكَ وَمَا نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا . وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَاِنْ تَسْاَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اَىْ بَرِيْرَةُ ، هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ ؟ قَالَتْ بَرِيْرَةُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِى الدَّجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ مَعِىْ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْذِرُكَ مِنْهُ اِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ ، اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمْرَكَ ، قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلٰكِنْ

banglainternet.com

احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلٰى قَتْلِهِ ، فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَمَكَثْتُ يَوْمِيْ ذٰلِكَ لَا يَرْقَاُلِيْ دَمْعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ فَاَصْبَحَ اَبَوَايَ عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لَااَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، وَلَا يَرْقَاُلِيْ دَمْعٌ يَظُنَّانِ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ ، قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَاَنَا اَبْكِيْ فَاسْاَذَنَتْ عَلَيَّ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ ، فَاَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ فِيْ شَانِيْ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّءُكِ اللّٰهُ ، وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ ، فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ اِلَى اللّٰهِ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَااُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِاَبِيْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ ، قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّيْ اَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا اَقْرَاُ كَثِيْرًا

banglainternet.com

مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنِّیْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِیْثَ حَتّٰی اسْتَقَرَّ فِیْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهٖ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّیْ بَرِیْئَةٌ ، وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَنِّیْ بَرِیْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِیْ بِذٰلِكَ ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ ، وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَنِّیْ مِنْهُ بَرِیْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّیْ ، وَاللّٰهِ مَا اَجِدُلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا قَوْلَ اَبِیْ یُوْسُفَ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی تَصِفُوْنَ . قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلٰی فِرَاشِیْ ، قَالَتْ وَاَنَا حِیْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّیْ بَرِیْئَةٌ ، وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّیِّیْ بِبَرَاءَتِیْ ، وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِیْ شَانِیْ وَحْیًا یُتْلٰی وَلَشَانِیْ فِیْ نَفْسِیْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ یَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِیَّ بِاَمْرٍ یُتْلٰی وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ یَّرَی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِی النَّوْمِ رُؤْیَا یُبَرِّئُنِیَ اللّٰهُ بِهَا ، قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَارَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَیْتِ حَتّٰی اُنْزِلَ عَلَیْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ یَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتّٰی اِنَّهُ لَیَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ ، وَهُوَ فِیْ یَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِیْ یُنْزَلُ عَلَیْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّیَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُرِّیَ عَنْهُ وَهُوَ یَضْحَكُ ، فَكَانَتْ اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا یَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّاكِ ، فَقَالَتْ اُمِّیْ قُوْمِیْ اِلَیْهِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقُوْمُ اِلَیْهِ وَلَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِیْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ الْعَشْرَ الْاٰیَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِیْ بَرَاءَتِیْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّیْقُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ یُنْفِقُ عَلٰی مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهٖ مِنْهُ وَفَقْرِهٖ ، وَاللّٰهِ لَااُنْفِقُ عَلٰی مِسْطَحٍ شَیْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِیْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَا

banglainternet.com

يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَاللَّهِ لاَأَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَا ذَاعَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ،مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ *

৪৩৯৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (র) নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন অপবাদকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ এনেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ থাকার বর্ণনা দেন। তাদের প্রত্যেকেই ঘটনার অংশ বিশেষ আমাকে অবহিত করেন। অবশ্য তাদের পরস্পর পরস্পরের বর্ণনা সমর্থন করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় এ ঘটনাটি বেশি সংরক্ষণ করেছে। তবে উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে আমাকে এরূপ বলেছিলেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোথাও সফরে বের হতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী দিতেন। এতে যার নাম উঠত, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হতেন। আয়েশা (র) বলেন, অতএব, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারী দিলেন, তাতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। আমাকে হাওদায় করে উঠানো হতো এবং তাতে করে নামানো হতো। এ ভাবেই আমরা চললাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন এবং ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। একদা (মনজিল থেকে) রওয়ানা দেয়ার জন্য রাত থাকতেই ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা শুনে আমি উঠে চড়ে সৈন্যদের অবস্থানস্থল থেকে কিছু দূরে চলে গেলাম। আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জাফারের দানা খচিত আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খোঁজ করতে লাগলাম।

banglainternet.com

খোঁজ করতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এ সকল লোক যারা আমাকে সওয়ার করাতো তারা, আমি আমার হাওদার ভেতরে আছি মনে করে, আমার হাওদা উটের পিঠে রেখে দিল। কেননা এ সময় শরীরের গোশত আমাকে (হালকা পাতলা ছিলাম) ভারী করেনি। আমরা তো খুব অল্প-খাদ্য গ্রহণ করতাম। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা। সুতরাং হাওদা উঠাবার সময় তা যে খুব হালকা, তা তারা বুঝতে পারেনি এবং তারা উট হাঁকিয়ে রওয়ানা দিল। সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিল সেখানে ফিরে এলাম। তখন সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে ডাকবে বা ডাকে সাড়া দিবে। আমি যেখানে ছিলাম সে স্থানেই থেকে গেলাম। এ ধারণায় বসে থাকলাম যে, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, তখন এ স্থানে অবশ্যই খুঁজতে আসবে। সেখানে বসা অবস্থায় আমার চোখে ঘুম এসে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সৈন্যবাহিনীর পিছনে সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল সুলামী যাকওয়ানী ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোর বেলা আমার এ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে আমাকে দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে চেনার পর উচ্চকণ্ঠে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পড়লেন। পড়ার আওয়াজে আমি উঠে গেলাম এবং আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি এবং তাঁর মুখ হতে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" ছাড়া আর কোন কথা আমি শুনিনি। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আর আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান উষ্ট্রীর লাগাম ধরে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৈন্যবাহিনীর নিকট এ সময় গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় অবতরণ করে। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে) যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হল। আর যে ব্যক্তি এ অপবাদের নেতৃত্ব দেয়, সে ছিল (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সলূল। তারপর আমি মদীনায় এসে পৌঁছলাম এবং পৌঁছার পর আমি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আর অপবাদকারীদের কথা নিয়ে লোকেরা রটনা করছিল। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতে আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রকম স্নেহ-ভালবাসা দেখাতেন, এবারে তেমনি ভালবাসা দেখাচ্ছেন না। শুধু এতটুকুই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসতেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার অবস্থা কী? তারপর তিনি ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল ; অথচ আমি এই অপপ্রচার সম্বন্ধে জানতেই পারিনি। অবশেষে একটু সুস্থ হওয়ার পর মিসতাহের মায়ের সঙ্গে মানাসের দিকে বের হলাম। সে জায়গাটিই ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থান। আর আমরা কেবল রাতের পর রাতেই বাইরে যেতাম। এ ছিল এ সময়ের কথা যখন আমাদের ঘরসংলগ্ন পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমাদের অবস্থা ছিল, অনেকটা প্রাচীন আরবদের নিচু ময়দানের দিকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা। কেননা, ঘর-সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ আমরা কষ্টকর মনে করতাম। কাজেই আমি ও মিসতাহের মা বাইরে গেলাম। তিনি ছিলেন আবূ রুহ্‌ম ইব্ন আবদ মানাফের কন্যা এবং মিসতাহের মায়ের মা ছিলেন সাখর ইব্ন আমিরের কন্যা, যিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা ছিলেন। আর তার পুত্র ছিলেন 'মিসতাহ্ ইব্ন উসাসাহ'। আমি ও উম্মে মিসতাহ্ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরের দিকে ফিরলাম। তখন মিসতাহের মা তার চাদরে হোঁচট খেয়ে বললেন,'মিসতাহ্' ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব

banglainternet.com

খারাপ কথা বলছ, তুমি কি এমন এক ব্যক্তিকে মন্দ বলছ, যে বদরের যুদ্ধে হাজির ছিল? তিনি বললেন, হে আত্মভোলা! তুমি কি শোননি সে কি বলেছে ? আমি বললাম, সে কি বলেছে ? তিনি বললেন, এমন এমন। এ বলে তিনি অপবাদকারীদের মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। এতে আমার অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কেমন আছ ? তখন আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন ? তিনি বললেন, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের থেকে আমার এ ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জেনে নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (আসার জন্য) অনুমতি দিলেন। আমি আব্বা-আম্মার কাছে চলে গেলাম এবং আমার আম্মাকে বললাম, ও গো আম্মা ! লোকেরা কী বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, বৎস! তুমি তোমার মন হালকা রাখ। আল্লাহ্‌র কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোন পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালবাসে এবং তার সতীনও আছে; অথচ তার ত্রুটি বের করা হয় না। রাবী বলেন, আমি বললাম, 'সুবহান আল্লাহ্'! সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে ? তিনি বলেন, আমি সে রাত কেঁদে কাটালাম, এমন কি ভোর হয়ে গেল, তথাপি আমার কান্না থামল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতেই ভোর করলাম। যখন ওহী আসতে দেরী হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়েদ তাঁর সহধর্মিণী (আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা এবং তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানেন তার আলোকে তাঁকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। আর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি এবং তিনি ছাড়া বহু মহিলা রয়েছেন। আর আপনি যদি দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে। তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারীরা! তুমি কি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ ? বারীরা বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি এমন কোন কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি, যা আমি গোপন করতে পারি। তবে তাঁর মধ্যে সবচাইতে বেশি যা দেখেছি, তা হল, তিনি একজন অল্পবয়স্কা বালিকা। তিনি কখনও তাঁর পরিবারের আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বক্‌রীর বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মিম্বরে) দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সলূলের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থেকে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ঐ ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালই জানতে পেরেছি এবং তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। সে কখনও আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি। এ কথা শুনে সা'দ ইব্‌ন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব, যদি সে আউস গোত্রের হয়, তবে আমি তার গর্দান মেরে দিব। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ

banglainternet.com

কার্যকর করব। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর সা'দ ইব্ন উবাদা দাঁড়ালেন; তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার। তিনি পূর্বে একজন নেক্কার লোক ছিলেন। কিন্তু এ সময় স্ব-গোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা'দকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তুমি রাখ না। তারপর উসায়দ ইব্ন হুদায়র দাঁড়ালেন, যিনি সা'দের চাচাতো ভাই। তিনি সা'দ ইব্ন উবায়দাকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। এতে আউস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমনকি তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়ানো ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তারা থামল। নবী ﷺ ও নীরব হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন এমনভাবে কাটালাম যে, আমার চোখের অশ্রুও থামেনি এবং চোখে ঘুমও আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, সকালবেলা আমার আব্বা-আম্মা আমার কাছে আসলেন, আর আমি দু'রাত এবং একদিন (একাধারে) কাঁদছিলাম। এর মধ্যে না আমার ঘুম হয় এবং না আমার চোখের পানি বন্ধ হয়। তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, এ ক্রন্দনে আমার কলজে ফেটে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে তারা যখন আমার কাছে বসা ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, ইত্যবসরে জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। আমাদের এ অবস্থার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে বসলেন। আয়েশা (রা) বলেন এর পূর্বে যখন থেকে এ কথা রটনা চলেছে, তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় তিনি একমাস অপেক্ষা করেছেন, আমার সম্পর্কে ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, হে আয়েশা ! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার কাছে পৌঁছেছে, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তওবা কর। কেননা, বান্দা যখন তার পাপ স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (তিনি যা কিছু বলেছেন তার) জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি জবাব দিব, তা আমার বুঝে আসছে না। তারপর আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি জবাব দিব। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম, অথচ আমি একজন অল্প বয়স্কা বালিকা, কুরআন খুব বেশি পড়িনি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি, আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, আমি নির্দোষ ; তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে এ বিষয় স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ্ জানেন, আমি তা থেকে নির্দোষ ; তবে আপনারা আমার এই উক্তি বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্‌র কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফ (আ)-এর পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তিনি

banglainternet.com

বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ .... عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ ; সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিলাম এবং কাত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তখন এ ধারণা করতে পারিনি যে, আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা এর চাইতে অনেক নিচে ছিল। বরং আমি আশা করেছিলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রায় কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতা জানিয়ে দেবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াননি এবং ঘরের কেউ বের হননি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে লাগল এবং তাঁর শরীর ঘামতে লাগল। এমনকি যদিও শীতের দিন ছিল, তবুও তাঁর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল এর বোঝার ফলে মুক্তার মত তাঁর ঘাম ঝরছিল। যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসছিলেন। তখন তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন, তা হলে ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন। এ সময় আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করব না। আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন পূর্ণ দশ আয়াত পর্যন্ত। " اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ " যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতার আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিনি মিস্‌তাহ্ ইব্‌ন উসাসাকে নিকটবর্তী আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মিস্‌তাহ্ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, এরপর আমি তাকে কখনই কিছুই দান করব না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আবূ বক্‌র (রা) এ সময় বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি মিস্‌তাহ্‌র সাহায্য আগের মত দিতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ সাহায্য কখনও বন্ধ করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে জয়নব ! (আয়েশা সম্পর্কে) কী জান আর কী দেখেছ ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার কান ও চোখকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরহেযগারীর কারণে রক্ষা করেন। আর তাঁর বোন হাম্‌না তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুকাবিলা করে এবং অপবাদ আনয়নকারী যারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও ধ্বংস হল।

banglainternet.com

২৪৭১. بَابُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ

فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَلَقَّوْنَهُ يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، تُفِيضُونَ تَقُولُونَ

২৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার কারণে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।" মুজাহিদ (র) বলেন, "تَلَقَّوْنَهُ" এর অর্থ, এক অপরের থেকে বর্ণনা করতে লাগল। تُفِيضُونَ তোমরা বলাবলি করতে লাগলে।

٤٣٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا *

৪৩৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

٢٤٧٢ بَابٌ قَوْلُهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

২৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তোমরা মুখে মুখে এ ঘটনা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

٤٣٩٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ *

৪৩৯৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আবূ মূলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ل এর জের ও ق এর পেশ দিয়ে পড়তে শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "এবং তোমরা যখন এ কথা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না: এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, এ তো এক গুরুতর মিথ্যা অপবাদ।

banglainternet.com

٤٣٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ

عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ ، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَتِ ائْذَنُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ ، قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا *

৪৩৯৮ মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র) ..... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি [আয়েশা (রা)] মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, তিনি আমার কাছে এসে আমার প্রশংসা করবেন। তখন তাঁর [আয়েশা (রা)]-এর কাছে বলা হল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং সম্মানিত মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, তবে তাঁকে অনুমতি দাও। তিনি (এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে আপনার অবস্থা কেমন লাগছে ? তিনি বললেন, আমি যদি নেক হই তবে ভালই আছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্ চাহেত আপনি নেকই আছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার সাফাই আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তাঁর পেছনে ইব্ন যুবায়র (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি এ-ই পছন্দ করি যে, আমি লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

٤٣٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نِسْيًا مَنْسِيًا *

৪৩৯৯ মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র) ..... কাসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে نِسْيًا مَنْسِيًا (স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।) অংশটি নেই।

٢٤٧٣. بَابُ قَوْلِهِ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا

২৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (তোমরা যদি মু'মিন হও তবে) কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।"

banglainternet.com

٤٤٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ

اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ اَتَأْذَنِيْنَ لِهٰذَا ؟ قَالَتْ اَوَلَيْسَ قَدْ اَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ، قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِىْ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

قَالَتْ لٰكِنْ اَنْتَ *

৪৪০০ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) .....মাসরূক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইব্ন সাবিত এসে (তাঁর ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, এ লোকটিকে কি আপনি অনুমতি দিবেন ?[১] তিনি (আয়েশা) (রা) বললেন, তার উপর কি কঠিন শাস্তি আপতিত হয়নি ? সুফিয়ান (রা) বলেন, এর দ্বারা আয়েশা (রা) তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার কথা উদ্দেশ্য করেছেন। হাসান ইব্ন সাবিত আয়েশা (রা)-এর প্রশংসায় নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করলেন, (আমার প্রিয়তমা) একজন, পবিত্র ও জ্ঞানী মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয় না। সতীধর্মী মহিলাদের গোশ্‌ত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। (অর্থাৎ তিনি কারও গীবত করেন না) আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু তুমি (এ চরিত্রের নও)।

٢٤٧٤. بَابٌ قَوْلُهُ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

২৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

٤٤٠١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ:حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ *

قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثْلَ هٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتْ وَاَىُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৪০১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র) ..... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইব্ন সাবিত আয়েশা (রা) কাছে এসে নিচের শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। সে একজন পবিত্র মহিলা যার চরিত্রে

১. কেননা সে, আয়েশা (রা)-এর ইফ্‌কের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।

banglainternet.com

কোন সন্দেহ করা হয় না। সে সতীধর্মী মহিলাদের গোশ্‌ত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। আয়েশা (র) বললেন, 'তুমি তো এরূপ নও।' (মাসরূক বললেন) আমি বললাম, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে কেন আপনার কাছে আসতে দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এর বিরাট অংশ নিজের উপর নিয়েছে, তার জন্য তো রয়েছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বললেন, দৃষ্টিহীনতার চেয়ে কঠোর শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি আরও বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরফ হতে জবাব দিতেন।

٢٤٧٥. بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ وَلَا يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِى الَّذِىْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهٖ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِىْ اُنَاسٍ اَبَنُوْا اَهْلِىْ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ مِنْ سُوْءٍ وَاَبَنُوْهُمْ بِمَنْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِىْ قَطُّ اِلَّا وَاَنَا حَاضِرٌ ، وَلَاغِبْتُ فِىْ سَفَرٍ اِلَّا غَابَ مَعِىْ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ ائْذَنْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ نَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ ابْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ اَمَا وَاللّٰهِ اَنْ لَوْ كَانُوْا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ تُضْرَبَ اَعْنَاقُهُمْ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ

banglainternet.com

حَاجَتِىْ وَمَعِىْ اُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ اَىْ اُمَّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَسُبُّهُ اِلَّا فِيْكِ فَقُلْتُ فِىْ اَىِّ شَأْنِىْ قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِىْ الْحَدِيْثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللّٰهِ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ كَاَنَّ الَّذِىْ خَرَجْتُ لَهُ لَا اَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا ، وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْنِىْ اِلٰى بَيْتِ اَبِىْ فَاَرْسَلَ مَعِىَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ اُمَّ رُوْمَانَ فِى السُّفْلِ وَاَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ؛ فَقَالَتْ اُمِّىْ مَاجَاءَبِكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَاَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ وَاِذَا هُوَلَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَابَلَغَ مِنِّىْ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ خَفِّضِىْ عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيْلَ فِيْهَا وَاِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّىْ ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهٖ اَبِىْ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِىْ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِاُمِّىْ مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِىْ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكِ اَىْ بُنَيَّةُ اِلَّا رَجَعْتِ اِلٰى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِىْ فَسَاَلَ عَنِّىْ خَادِمَتِىْ فَقَالَتْ لَا وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلَّا اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلَ خَمِيْرَهَا اَوْ عَجِيْنَهَا ، وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اصْدُقِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَا بِهٖ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ

banglainternet.com

عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ . قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيْ فَلَمْ يَزَلاَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِيْ أَبَوَايَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوْأً أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوْبِيْ إِلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، قَالَتْ وَقَدْ جَائَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِيْ مِنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَالْتَفَتُّ إِلَى أَبِيْ ، فَقُلْتُ أَجِبْهُ، قَالَ فَمَاذَا أَقُوْلُ ، فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمِّيْ ، فَقُلْتُ أَجِيْبِيْهِ ، فَقَالَتْ أَقُوْلُ مَاذَا ، فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبَاهُ ، تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللّٰهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ لَمْ أَفْعَلْ ، وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّيْ لَصَادِقَةٌ ، مَاذَاكَ بِنَافِعِيْ عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوْبُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنِّيْ فَعَلْتُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُوْلُنَّ قَدْ بَائَتْ اعْتَرَفَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلاً ، وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوْبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّيْ لأَتَبَيَّنُ السُّرُوْرَ فِيْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُوْلُ أَبْشِرِيْ يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِيْ أَبَوَايَ قُوْمِيْ إِلَيْهِ

banglainternet.com

، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُهُ وَلاَ اَحْمَدُكُمَا ، وَلٰكِنْ اَحْمَدُ اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْزَلَ بَرَاءَتِىْ لَقَدْ سَمِعْتُمُوْهُ فَمَا اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلاَ غَيَّرْتُمُوْهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِدِيْنِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ اِلاَّ خَيْرًا ، وَاَمَّا اُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِىْ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قَالَتْ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ اَبَدًا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَاْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ ، وَالسَّعَةَ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى الْمَسَاكِيْنَ ، يَعْنِىْ مِسْطَحًا ، اِلٰى قَوْلِهِ : اَلاَتُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، حَتّٰى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا اِنَّا لَنُحِبُّ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَلَهُ بِمَا ، كَانَ يَصْنَعُ *

৪৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। আর আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আবূ উসামা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি তার কিছুই জানতাম না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহ্র প্রতি যথাযোগ্য হাম্দ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিমগণ ! যে সকল লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহ্র কসম, তার সম্পর্কেও আমি কখনও মন্দ কিছু জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সাথে সফরে গিয়েছে। সা'দ ইব্ন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে

banglainternet.com

তাদের শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর মধ্যে বনী খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি, যে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের মাতার আত্মীয় ছিল, সে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! যদি সে (অপবাদকারী) ব্যক্তিরা আউস্ গোত্রের হত, তাহলে তুমি শিরশ্ছেদ করতে পছন্দ করতে না। (তাদের পারস্পরিক বিতর্ক এমন এক পর্যায়ে গেল যে) আউস ও খাযরাজের মধ্যে মসজিদেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবার আশংকা দেখা দিল। আর আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম, তখন উম্মে মিসতাহ্ আমার সাথে ছিলেন এবং তিনি হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্‌তাহ্ ধ্বংস হোক'! আমি বললাম, হে উম্মে মিসতাহ ! তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ ? তিনি নীরব থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিসতাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ ?' তিনি (উম্মে মিসতাহ্) তৃতীয় বার পড়ে গিয়ে বলল, 'মিসতাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি এবারে তাঁকে ধমক দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে তোমার কারণেই গালি দিচ্ছি। আমি বললাম আমার ব্যাপারে ? আয়েশা (রা) বলেন, তখন তিনি আমার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। আমি বললাম, তাই হচ্ছে নাকি ? তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহ্‌র কসম ! এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম এবং যে প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম তা একেবারেই ভুলে গেলাম। এরপর আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম যে, আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন। তিনি একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন উম্মে রুমানকে নিচে দেখতে পেলাম এবং আবূ বক্‌র (রা) ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। আমার আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! কিসে তোমাকে এনেছে ? আমি তাকে সংবাদ দিলাম এবং তাঁর কাছে ঘটনা বললাম। এ ঘটনা তার ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যেমন আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বললেন, হে বৎস, এটাকে তুমি হাল্‌কাভাবে গ্রহণ কর, কেননা, এমন সুন্দরী নারী কমই আছে, যার স্বামী তাঁকে ভালবাসে আর তার সতীনরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বস্তুত তার ওপর ঘটনাটি অতখানি প্রভাব বিস্তার করেনি যতখানি আমার উপর করেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার আব্বা [আবূ বক্‌র (রা)] কি এ ঘটনা জেনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কি ? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এ ঘটনা জানেন। তখন আমি অশ্রু বাইয়ে কাঁদতে লাগলাম। আবূ বক্‌র (রা) আমার কান্না শুনতে পেলেন। তখন তিনি ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসলেন এবং আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, তার সম্পর্কে যা রটেছে তা তার গোচরীভূত হয়েছে। এতে আবূ বক্‌রের চোখের পানি ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তোমার ঘরের দিকে অবশ্য ফিরে যাও। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার খাদেমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এ ছাড়া তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বকরী এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন , রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরা লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহান

banglainternet.com

আল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা খুলিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ রূপে নিহত হন। তিনি বলেন, ভোর বেলায় আমার আব্বা ও আম্মা আমার কাছে এলেন। তাঁরা এতক্ষণ থাকলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে আমার কাছে এলেন। এ সময় আমার ডানে ও বামে আমার আব্বা আমাকে ঘিরে বসা ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা! তুমি যদি কোন গুনাহ্‌র কাজ বা অন্যায় করে থাক তবে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, কেননা, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা কবূল করে থাকেন। তখন জনৈক আনসারী মহিলা দরজার কাছে বসা ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাকেও লজ্জা করছেন না, এসব কিছু বলতে? তবুও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে উপদেশ দিলেন। তখন আমি আমার আব্বার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কী বলব? এরপরে আমি আমার আম্মার দিকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনিও বললেন, আমি কী বলব? যখন তাঁরা কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন জবাব দিলেন না, তখন আমি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত হাম্‌দ ও সানা পাঠ করলাম। এরপর বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি বলি যে, আমি এ কাজ করিনি এবং আমি যে সত্যবাদী এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই সাক্ষী, তবে তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা, এ ব্যাপারটি আপনারা পরস্পরে বলাবলি করেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি, আমি তা করেছি অথচ আল্লাহ্ জানেন যে আমি এ কাজ করিনি, তবে আপনারা অবশ্যই বলবেন যে সে তার নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তখন আমি ইয়াকূব (আ.)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি,-তাই বললাম, যখন ইউসুফ (আ)-এর পিতার অবস্থা ব্যতীত, যখন তিনি বলেছিলেন, (তোমরা ইউসুফ সম্পর্কে যা বলছ তার প্রেক্ষিতে) পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যকারী। ঠিক এ সময়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হল। আমরা সবাই নীরব রইলাম। ওহী শেষ হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় খুশীর নমুনা দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে আয়েশা, তোমার জন্য খোশখবর! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আমার আব্বা ও আম্মা বললেন, 'তুমি উঠে তাঁর কাছে যাও', (এবং তার শুকরিয়া আদায় কর)। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর দিকে যাব না এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না। আর আপনাদেরও শুকরিয়া আদায় করব না। কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব, যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা (অপবাদ রটনা) শুনছেন কিন্তু তা অস্বীকার করেননি এবং তার পাল্টা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। আয়েশা (রা) আরও বলেন, জয়নাব বিন্‌তে জাহাশকে আল্লাহ্ তাঁর দীনদারীর কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি (আমার ব্যাপারে) ভাল ছাড়া কিছুই বলেননি। কিন্তু তার বোন হামনা ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে নিজেও ধ্বংস হল। যারা এই ব্যাপারে কটূক্তি করত তাদের মধ্যে ছিল মিস্‌তাহ্ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়। সে-ই এ সংবাদ সংগ্রহ করে ছড়াত। আর পুরুষদের মধ্যে সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করত। রাবী বলেন, তখন আবূ বক্‌র (রা) কখনও মিসতাহ্‌কে কোন প্রকার উপকার করবেন না বলে কসম খেলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও

banglainternet.com

প্রাচুর্যের অধিকারী অর্থাৎ (আবূ বকর) তারা যেন কসম না করে যে তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে অর্থাৎ মিসতাহ্‌কে কিছুই দেবে না। তোমরা কি চাও না আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" আবূ বকর (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহ্‌র কসম! হে আমাদের রব! আমরা অবশ্যই এ চাই যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তারপর আবূ বকর (রা) আবার মিস্‌তাহকে আগের মত আচরণ করতে লাগলেন।

٢٤٧٦. بَابُ قَوْلُهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ. وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ، شَقَّقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ *

২৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।"

আহমাদ ইব্‌ন শাবিব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে" নাযিল করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে ওড়না হিসাবে ব্যবহার করল।

٤٤٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ اَخَذْنَ اُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِىْ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا *

৪৪০২ আবূ নু'আইম (র) ..... সাফিয়া বিন্‌তে শায়বা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলতেন, যখন এ আয়াত "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে" অবতীর্ণ হল তখন মুহাজির মহিলারা তাদের তহবন্দের পার্শ্ব ছিঁড়ে তা ওড়না হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانُ

সূরা ফুরকান

banglainternet.com

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَبَاءً مَنْثُوْرًا مَاتَسْفِىْ بِهِ الرِّيْحُ ، مَدَّ الظِّلَّ مَا بَيْنَ

طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، سَاكِنًا دَائِمًا ، عَلَيْهِ دَلِيْلاً طُلُوْعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فَاتَهُ مِنَ الَّيْلِ عَمَلٌ اَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ اَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ اَدْرَكَهُ بِالَّيْلِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَمَاشَىْءٌ اَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَنْ يَّرٰى حَبِيْبَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُبُوْرًا وَيْلاً وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِيْرُ مُذَكَّرٌ وَالتَّسَعُّرُ وَالْاِضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيْدُ ، تُمْلٰى عَلَيْهِ تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ اَمْلَيْتُ وَاَمْلَلْتُ ، اَلرِّسُّ الْمَعْدِنُ جَمْعُهُ رِسَاسٌ ، مَا يَعْبَأُ يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا ، لاَ يُعْتَدُّ بِهِ ، غَرَامًا هَلاَكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَاتِيَةٍ عَتَتْ عَنِ الْخُزَّانِ .

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "هَبَاءً مَنْثُوْرًا" এর অর্থ যা কিছু বায়ু উড়িয়ে নেয়। "مَدَّالظِّلَّ" ফজরের উদয় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত সময়। سَاكِنًا তার উপরস্থিত। دَلِيْلاً এর অর্থ সূর্যের উদয়। خِلْفَةً যার রাতের আমল ছুটে যায়, সে তা দিনে আদায় করে আর যার দিনের কাজ ছুটে যায়, সে তা রাতে আদায় করে। হাসান বলেন, هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যে; মু'মিনের চোখে এ ছাড়া আর কিছু প্রীতিপ্রদ নয় যে, সে তার প্রিয়জনকে পায় আল্লাহ্র অনুগত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ثُبُوْرًا এর অর্থ ধ্বংস। কেউ বলেন, سَعِيْرٌ পুংলিঙ্গ, এবং تَسَعُّرٌ وَالاضطِرَامُ ভীষণ ভাবে, অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া। تُمْلٰى عَلَيْهِ এর অর্থ, তার প্রতি পড়া হয়। এ শব্দ اَمْلَيْتُ অথবা اَمْلَلْتُ থেকে গঠিত। اَلرِّسُّ খনি, এর বহুবচন رِسَاسٌ বলা হয়। مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ যা গ্রাহ্য করা না হয়। غَرَامًا ধ্বংস। মুজাহিদ (র) বলেন, وَعَتَوْا এর অর্থ তারা অবাধ্য হয়েছে। ইব্ন উয়াইনা বলেন, عَاتِيَةٍ এর অর্থ নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ লংঘন করেছে।

٢٤٧٧. بَابٌ قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلاً *

২৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।"

banglainternet.com

٤٤٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَلَيْسَ الَّذِي اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلٰى اَنْ يُمْشِيَهُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا .

৪৪০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র নবী ﷺ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্র করা হবে ? তিনি বললেন, যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দুপায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম হবেন না। ? কাতাদা (র) বলেন, নিশ্চয়ই,আমার রবের ইজ্জতের কসম!

٢٤٧٨. بَابٌ قَوْلُه وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ، اَلْعُقُوْبَةَ *

২৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ই যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।" "اثام" মানে শাস্তি।

٤٤٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ * قَالَ وَحَدَّثَنِيْ وَاصِلٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَكْبَرُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ *

banglainternet.com

৪৪০৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্টি ?